



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 21 Issue • 21 January, 2022, Friday • ৭ মাঘ, ১৪২৮, শুক্রবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

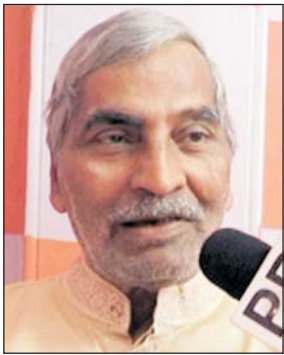
পূর্ণরাজ্যের জীবন্ত কিংবদন্তি ছয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি। ২১ জানুয়ারি, ১৯৭২, ত্রিপুরা ভারতের পূর্ণ অঙ্গ রাজ্য হলো। সেইদিন যারা অহিন প্রণেতা হয়ে সেই সময়ের সন্ধিক্ষণের সাক্ষী ছিলেন, কালের নিয়মে তাদের অনেকেই আজ আর নেই। আছেন সেদিনের ছয় জন, দুই মন্ত্রী এবং চার অহিন প্রণেতা। কেউ বা তখন প্রথমবারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন, কেউ ছাত্র থাকতে থাকতেই সেই আইন পরিষদের সদস্য হয়েছেন। সেদিনের তরুণেরা পূর্ণরাজ্যের পঞ্চদশ বছরে এসে জীবনের পূর্ণতায় ঠেকেছেন। কেউ মনে করেন স্বপ্ন সাকার হয়নি। কেউ মনে করেন আমরা খুঁড়িয়ে চলছি। ফিরে দেখায় কেউ মনে করেছেন রাজনীতির বিরোধিতা খাওয়ার পাতে থাকতো না। ছয় জনের মতামত নিয়েই এই প্রতিবেদন। পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা লাভের ৫০ বছরে আজ পা রাখলো ত্রিপুরা। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি



সমীর রঞ্জন বর্মণ

উত্তর-পূর্ব রাজ্য পুনর্গঠন আইনের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে দেয়া হয় পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা। ৩০ সদস্যক ত্রিপুরা বিধানসভা উন্নীত হয় ৬০ সদস্যক বিধানসভায়। পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির পর ওই বছরের ১১ মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচন হয়। যেখানে ৫৯টি আসনে লড়াই করে কংগ্রেস ৪১ আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। মুখ্যমন্ত্রী হন সুখময় সেনগুপ্ত। ২০ মার্চ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।



সুশীল রঞ্জন সাহা

৬০ সদস্যক বিধানসভায় কংগ্রেস ৪১ আসনে জয়ী হয়। সিপিএম পায় ১৬ টি আসন। সিপিআই একটি আসন এবং নির্দল প্রার্থীরা দুটি আসনে জয়ী হয়। ১৯৭২ সালে মোট ভোটার ছিল সাত লক্ষ ৬৬ হাজার ৯০ জন। কংগ্রেস ভোট পায় ২ লক্ষ ২৪ হাজার ৮২১। সিপিএম এক লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৭৭ ভোট পায়। উল্লেখযোগ্যভাবে সেবারের নির্বাচনে ভারতীয় জনসংঘ তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোট



তাপস দে

ভোট পায় ৩৪৫ টি। আজ থেকে ৫০ বছর আগের ভোটে জয়লাভ, মাত্র কদিন আগেই পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির অনন্দ, প্রথম স্বাধীনভাবে নির্বাচনে সরকার গঠন এবং মানুষের কাজে আত্মনিয়োগ— কেমন ছিল সেসব দিন? ৫০ বছরে পা দিয়ে স্মরণ করেছেন সেই সময়কার ৬ প্রতিনিধি। এরাই সেই ইতিহাসের বর্তমান জীবন্ত কিংবদন্তি। সমীর রঞ্জন বর্মণ, তাপস দে, অজয় বিশ্বাস, লক্ষ্মী নাগ, সুশীল রঞ্জন



লক্ষ্মী নাগ

সাহা, সুবল চন্দ্র বিশ্বাস। তথ্য বলছে, এরা ছাড়া সে সময়কার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আর কেউ বেঁচে নেই বর্তমানে। রাজ্যের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদপর্ণের মুহুর্তে এরা স্মৃতি রোমন্থন করেছেন ফেলে আসা সেদিনের।



সুবল চন্দ্র বিশ্বাস

স্মরণ করছি। শ্রীমতি গান্ধী না থাকলে হয়তো-বা ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যকে পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির জন্য আরও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। শ্রীমতি গান্ধীর একান্তিক প্রচেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছিল। অন্যথায় অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মতোই ত্রিপুরাও থেকে যেত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দীতে এসে সেদিনের বহু স্মৃতি মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, সেসময়কার



অজয় বিশ্বাস

রাজনীতিতে ভিন্ন ভিন্ন দল থাকলেও, মতপার্থক্য তৈরি হলেও পারম্পরিক আন্তরিকতায় প্রত্যেকেই যেন একই পরিবারের মানুষ। এই সময়ে এসে যা একেবারেই চোখে পড়ত না। বরং এই সময়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল মানেই শত্রু। অথচ ৫০ বছর আগেও যে সম্প্রীতি ছিল, তা আমরা রক্ষা করতে পারিনি। এ দায় আমাদের প্রত্যেকের। পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে আমরা আবার সেই সম্প্রীতি, সৌভাট্য

ফিরিয়ে আনতে পারি। ৫০ বছর আগে এ রাজ্যকে নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে স্বপ্ন দেখেছিলেন অর্ধশতাব্দীতে পা রাখার মুহুর্তেও আমরা বলতে পারব না সে স্বপ্ন সাকার করতে পেরেছি। এ বড় বেদনার। চলুন সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে আমরা প্রত্যেকে মিলে আমাদের প্রিয় রাজ্যকে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বপ্নের রাজ্যে পরিণত করি।

সুশীল রঞ্জন সাহা
বিশ্বায়ক, বীরগঞ্জ, ১৯৭২

রাজনীতিটা শুক করেছিলাম ছাত্র কংগ্রেস দিয়েই। তারপর ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায় শ্রিয়দাস চক্রবর্তী, সুখময় সেনগুপ্তদের সঙ্গে। তারাও আমায় পছন্দ করতেন। অমরপুর থেকে ছাত্র রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতাম। তখনই দলীয় নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়ে আমাকে নাকি প্রার্থী করা হত পারে অমরপুরে। অবশ্য লাইনে অন্যান্যনারও ছিলো। কিন্তু আমাদের সময়ে

●এরপর দুইয়ের পাভায়

পৃষ্ঠা ৬

অরুণাচল থেকে এক বালককে ‘অপহরণ’ চিনা সেনার!

অনুর্ধ্ব ১৮-র চিকিৎসায় নয়া নির্দেশ কেন্দ্রের

গৌরক্ষপুরে মুখ্যমন্ত্রী যোগীর বিরুদ্ধে লড়াবেন দলিত নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ

কোভিড রোগীদের পকেট কাটায় রাশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি। বেসরকারি নার্সিংহোম এবং হাসপাতালগুলো যাতে করোনা আক্রান্ত রোগীদের পকেট কাটতে না পারে, সেই দিকে এক ধাপ এগোলো রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর।

Madam/Sir,

In reference to the Revised Discharge Policy for COVID-19 dt. 09.01.2022 issued by MoHFW, Gov. and considering prolonged stay of patients in the COVID-19 ward, the following measures are to be taken for shifting the patient to Non COVID areas:

(i) If the patient is on oxygen support or having any symptoms then his/her RT-PCR samples will be taken for testing on 7th day and on testing negative patient will be shifted to Non COVID areas continuing the treatment.

(ii) If the patient remains positive on 7th day than on subsequent every 3rd day RT-PCR samples will be taken and point no (i) will be followed accordingly.

গত দু'বছর ধরেই রাজ্যের প্রধান বেসরকারি হাসপাতালটির বিরুদ্ধে বহুবার করোনা আক্রান্ত রোগীদের পরিবারের পকেট কাটার নানা অভিযোগ উঠেছে। একই অভিযোগ শহরের হাঁপানিয়ায় অবস্থিত

টিএমসি হাসপাতালটি নিয়েও। অবশেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের তরফে এক্স অফিসিও যুগ্মসচিব তথ্য অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মী একটি নির্দেশনাময় স্বাক্ষর করেন। তাতে স্পষ্ট করা হয়েছে, যদি

নিয়মের কথা এদিন নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়। বলা হয়েছে, যদি করোনা রোগীরা দীর্ঘদিন ধরে কোনও হাসপাতালের ওয়ার্ডে ভর্তি থাকেন এবং অক্সিজেন সাপোর্টে থাকেন, তাহলে সপ্তম দিনে সেই রোগীর শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আরটিপিসিআর পরীক্ষা করাতে হবে। যদি রোগী ‘নেগেটিভ’ হিসেবে শনাক্ত হন, তাহলে উনাকে কোভিড ওয়ার্ড থেকে সরিয়ে নন কোভিড ওয়ার্ডে পাঠাতে হবে। বাকি চিকিৎসা যতটা ও যেভাবে প্রয়োজন, তা চলবে। একই নির্দেশিকায় বলা হয়, যদি কোভিড ওয়ার্ডে রোগী সপ্তম দিনেও করোনা পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হন, তাহলে পরের প্রত্যেক তিনদিন পর পর আরটিপিসিআর পরীক্ষা করাতে হবে এবং উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি

●এরপর দুইয়ের পাভায়

২০ দিনে ২১ মৃত্যু, পশ্চিম জেলায় ১৬

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি। করোনা নিয়ে রাজ্যে গাফিলতি অব্যাহত। প্রশাসনিক তরফে গত তিন সপ্তাহে বেশ কয়েকটি সাকুলার জরি হলেও, সেসব মানার কোনও লক্ষণ নেই রাজ্য জুড়ে। আদৌ মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখার সরকারি ব্যবস্থাপনাও নেই। ‘করোনা নেই’ ‘করোনা এবার এতটা ভয়ঙ্কর নয়’ ‘করোনা আমার হবে না’ ইত্যাদি বহু ভুল বোঝাবুঝির মধ্যেই গত কুড়ি দিনে ২১ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। হাঁ, এ রাজ্যেই। যে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে ১৬ জন পশ্চিম জেলার বাসিন্দা। বাকি ৫ জন অন্য চারটি জেলার। গেমতী জেলার ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। খোয়াই, সিপাহিজলা, উত্তর জেলার একজন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। গত ২০ দিনে যেভাবে ২১ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এ রাজ্যে, তা অভ্যস্ত উদ্বেগজনক একটি তথ্য। যারা এমাসে করোনায় প্রয়াত হয়েছেন তাদের মধ্যে আধিক্যাংশের বয়স ৫০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে। ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে মারা গেছেন মোট ৩ জন। এই তথ্য স্পষ্টত জানান দেয়, করোনা নিয়ে হেলাধেলা করার সময় এখনও আসনি।

এনএলএফটিঃ পুলিশের রিপোর্ট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি। নিষিদ্ধ এনএলএফটি (বিএম)’র নেতাদের অবস্থান, তাদের গতিবিধি নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র গোয়েন্দা ইনপুট থেকে রিপোর্ট তৈরি রেখেছে পুলিশ। রিপোর্টটি যদিও খুব সাংপ্রতিক নয়, কয়েকমাস হয়েছে, এই রিপোর্ট তৈরি হওয়ার পরে আত্মসমর্পণও আছে, সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মী মারা যাওয়ার ঘটনাও আছে। তবে জানা গেছে, নেতাদের যে অবস্থান ছিল, তার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। বিভিন্ন সুত্রের দাবি অনুযায়ী, বিশ্বমোহন দেববর্মী উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই থাকেন, বাংলাদেশ-মায়ানমারে যাওয়া-আসা করেন।

শচিন ও সোনানথন দেববর্মী বাংলাদেশে থাকেন। সোনানথন তাদের স্বঘোষিত অর্থমন্ত্রী বা সচিব, শচিন যুব বিষয়ক সচিব। উপেন্দ্র রিয়াংও বাংলাদেশেই। ২০২০ সালের শেষ দিক থেকে এনএলএফটি নাড়াচাড়া দিয়ে উঠেছিল। যদিও তার আগেও একবার উত্তর ত্রিপুরায় অস্ত্র উদ্ধার হয়। মুন্সিয়াকামী, গঙ্গানগর, ছামনু, চাম্পাহাওড় ইত্যাদি এলাকায় এনএলএফটি আবার প্রভাব তৈরি করতে চাইছে। বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার বাগাইছড়ির শিলাছড়ি এবং উজানছড়ি এলাকায় কাম্প চালু রেখেছে। তাছাড়াও পাশের দেশের সেগুনবাগান এলাকায়ও তাদের একটি কাম্প

আছে। পাশের রাজ্য মিজোরামে গত বেশ কয়েকবছরে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়নি, তবে মিজোরামে মাঝে মাঝেই গুলির আধুনিক রাইফেল, অস্ত্র, গুলি উদ্ধার হয়। ত্রিপুরার জম্পুই হিলের সীমান্তের কাছে মিজোরামে গাড়ি থেকে এক কে রাইফেল-সহ ৩০ রাইফেল বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনা আছে। গত বছরের শেষ দিনে নিরাপত্তা বাহিনী মিজোরামে ভারত-মায়ানমার’র এক সীমান্ত গ্রামে বিক্ষোভক, জিলাটিন রড, বিদেশি যোগাযোগ যন্ত্র উদ্ধার করেছে। ২০২১ সালে এমন ঘটনা আটটি হয়েছে মিজোরামে। মিজোরামকে ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বহুদিন ধরেই। ●এরপর দুইয়ের পাভায়

একই নমুনা প্রতিদিনের রিপোর্ট কার্ডে!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি। রাজ্যে প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। শুধু তাই নয়, পাভা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের তরফে প্রতিদিন বিভিন্ন গাইড লাইন জারি করা হচ্ছে। কিন্তু স্বাস্থ্য দফতরের তরফেই সবচেয়ে ব্যর্থতার বিষয় হলো, প্রতিদিন গড় অনুপাতে করোনা পরীক্ষা সঠিক সংখ্যায় করা হচ্ছে না। সরকারকে ‘সংখ্যা’ দেখানোর জন্য প্রতিদিন



বিলোনিয়া রেলস্টেশনে স্বাস্থ্য দফতরের সমন্বয়হীনতার প্রমাণ। বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের এই ডিসচার্জ সার্টিফিকেটটি করোনা পরীক্ষা করার পর রেলস্টেশনের যাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

বিমানবন্দরের যাত্রীদের একপ্রকার বাধ্য করে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। রাজ্যের কয়েকটি রেলস্টেশন এবং চুরাইবাড়িতে একসঙ্গে বহু যাত্রীদের পাওয়া যায় বলে, সেখানেও স্বাস্থ্য দফতরের টিম প্রতিদিন সময়মত পৌঁছে যায় এবং করোনা পরীক্ষা করতে থাকে। এতে করে দিনের শেষে, দফতরের রিপোর্ট কার্ডে দৈনিক করোনা পরীক্ষা করার সংখ্যাটি প্রায় সমান থেকে যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এই তালিকায়, প্রায় প্রতিদিন একই

যাত্রীরা করোনা পরীক্ষা করার মুখোমুখি হচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে স্কোড খোলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আগরতলা রেলস্টেশন, বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার রেলস্টেশন, চুরাইবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গাতেই একই যাত্রীদের করোনা পরীক্ষা চলেছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, বিভিন্ন রেলস্টেশনেই করোনা পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কোনও মেডিক্যাল অফিসার উপস্থিত

●এরপর দুইয়ের পাভায়

সচিবের দাপটে ঔদ্ধত্যের দৃষ্টান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি। দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির গাড়িতে অশোকসত্ত্বের ব্যবহার আদিকাল থেকেই চলছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসের ২ তারিখ কেন্দ্রীয় পরিবহনমন্ত্রক দেশের রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রতিটি রাজ্যের রাজ্যপাল সহ সংশ্লিষ্ট ভিডিআইপিদের দফতরকে এক চিঠি মূলে জানিয়ে দিয়েছিল, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর লাগবে। দিল্লি উচ্চ আদালতের এ বিষয়ক একটি রায় দেশ জুড়ে আলোচিত হয়েছে সে সময়। দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি যে গাড়িটি ব্যবহার করেন, তাতে নম্বর প্লেট লাগানো থাকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের রাজধানী সহ সারা দেশের আর যেখানেই যান না কেন, সফরকালে উনার গাড়িটিতে নম্বর প্লেট লাগানো

থাকে। এই দেশেই বহু রাজ্যের রাজ্যপালদের গাড়িতে



রাজ্যের রাজভবন কার্যালয়ের তরফে এই ইকো গাড়িটি নম্বর প্লেটের জায়গায় ‘রাজভবন’ লেখা একটি রাজকীয় প্লেট লাগিয়ে প্রতিদিন শহরে ঘুরে বেরায়ে।

এই প্রেক্ষাপটগুলোকে মাথায় রাখলে, রাজ্যের রাজভবনে যা ঘটছে তা দেশের রাষ্ট্রপতি-উপ-রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য রাজ্যপালদের দফতরকে লজ্জায় ফেলে দেবে। এ রাজ্যের রাজভবনের অধীনে গত বহু মাস ধরেই একটি ইকো গাড়ি ‘রাজ ভবন’ লেখাটি দিয়ে দিবি শহর জুড়ে যাতায়াত করছে। গাড়ির সামনে এবং পেছনে লাল রঙের একটি প্লেটে ইংরেজিতে ‘রাজ ভবন’ লেখা। গাড়ির সামনে বা পেছনে কোথাও কোনও নম্বর নেই। অসন্তব রকমের এই ধৃষ্টতা দেখিয়ে রাজ ভবন কর্তৃপক্ষ কিভাবে একটি গাড়ি চলাচলকে শহরে অনুমতি দিয়ে রেখেছে, তা বহু জনের প্রশ্ন। শুক্রবার রাজ্যের পূর্ণ রাজ্য হওয়ার ৫০ বছর পূর্তি। পঞ্চদশ বছর পরে এসেও একটি রাজ্যের ‘রাজ ভবন’ এমন

বেহিসেসি চালচলনে অভ্যস্ত থাকবে, তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। বৃহস্পতিবার পশ্চিম জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে গাড়িটি দুপুরে এসে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। জেলার প্রধান সরকারি কার্যালয়ের সামনে এমন উন্মত্ত একটি গাড়ি দেখে, হতবাক হয়ে যান পথচারী থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকলেই। গাড়ি থেকে এদিন সকালে দু’জন রাজ ভবনের ফাইল হাতে নিয়ে নেমে পড়েন। দু’জনেই রাজ ভবন কার্যালয়ের সাধারণ কর্মী। যত দূর খবর, রাজ ভবন কার্যালয়ের আধিকারিক শেখার দাস এই গাড়িটি ব্যবহার করেন। রাজ ভবন চত্বরে উনার দারুন দাপট বলে জানা গেছে। তবে এর চেয়েও বড় খবর হলো, রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিক টি কে চাকমা নিজে গাড়িটিকে ‘রাজ ভবন’ প্লেট লাগিয়ে

●এরপর দুইয়ের পাভায়

শহরের বিভিন্ন থানার পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে টিএসআর জওয়ান সহ সংশ্লিষ্টরা



আধিকারিক করোনা আক্রান্ত হয়ে ঘুরছেন। সেই তালিকায় পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারও রয়েছেন।

অনেকেই করোনা আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে এবার পথে নামানো হলো নবনিযুক্ত কয়েকজন

এসপিওদের। বৃহস্পতিবার শহরের পূর্ব থানা চত্বরে ৪/৫ জন এসপিও যেভাবে নিজেদেরকে পুলিশ সদর দফতরের উচ্চ আধিকারিক ভেবে বসেছিলেন, তাতে আগামীদিনে কে গেতে হবে স্বরাষ্ট্র দফতরকে। রাজ্যের বিভিন্ন থানার অধীনে এসপিওরা নিযুক্ত হয়েছেন সম্প্রতি। এদিন পূর্ব থানার অধীনে যে এসপিওরা মালিক ৬ হাজার টাকা বেতনে নিযুক্তি পেয়েছেন, তারা সকলেই রাত ৮টার সময় থানার সামনে টহলদারিতে নামেন। এসপিওদের মধ্যে একজন মহিলা যুব মোর্চার নেত্রীও ছিলেন। এসপিওরা এদিন বাইক, গাড়ি সহ পথচারীদের

●এরপর দুইয়ের পাভায়

সোজা স্পোর্টস

মৃত্যুভয়

রাজ্যে একদিনে করোনার বলি ৭ জন। গত ৬ দিনে করোনার শিকার ২৩ জন। স্বাভাবিকভাবেই জনমনে একটা তীব্র মৃত্যুভয় জেগে উঠছে। প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্র-রাজ্য সবাই তো বলছে যে, এবারের করোনায় আতঙ্ক কম, মৃত্যুভয় কম। কিন্তু ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের এই রাজ্যে তো অন্য চিত্র। একদিনে করোনায় ৭ জনের মৃত্যু নিশ্চিতভাবে মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলবে। সারাদিন সব খোলা রেখে রাতে কারফিউ কটটা কাজে আসছে তা তো সামনে। যেখানে দিল্লি বা পশ্চিমবাংলা করোনায় লাগাম টেনে ধরছে সেখানে ত্রিপুরায় অন্য দৃশ্য। ঘটনা হচ্ছে, রাজ্যে করোনার এই প্রাণঘাতী দাপাদাপির দায় কিন্তু রাজ্য সরকারের। এখনও না প্রশাসন না রাজ্যের বৃহৎ অংশের মানুষ করোনাকে গুরুত্ব দিচ্ছে বা সতর্ক থাকছে। তবে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির যে অবস্থা তাতে কিন্তু আতঙ্ক বাড়বেই। ডাক্তারবাবুরা কাজ করছেন ঠিকই কিন্তু কেউ কেউ অতিমাত্রায় রাজনীতিও করছেন। কেউ কেউ শাসক দলের নেতা আগে ডাক্তার পরে। বাজার-হাট সব খোলা। গণ-পরিবহণে কোন বিধিনিষেধ নেই। মন্দির, উৎসব সব চালু। কীর্তনেও সমস্যা নেই। মনে হয় না রাজ্য সরকার সিরিয়াস। দিল্লি, পশ্চিমবাংলা সহ বেশ কিছু রাজ্যে সপ্তাহের শেষ দুইদিন লকডাউন করে করোনার নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু এরাভ্যে উদ্ভট সব কথা মন্ত্রী-আমলারা বলে যাচ্ছেন। বাজার-হাট খোলা না রাখলে নাকি মানুষ না খেয়ে মরবে। এরকম চিন্তাভাবনা আছে বলেই একদিনে ৭ জন করোনার শিকার।

পিপি’র বিরুদ্ধে নোটিশ বাতিল

● **আটের পাতার পর** - ওমর শরিফের হয়ে সওয়াল করেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রবীণ আইনজীবী গীযূষ বিশ্বাস। আগামী সোমবারও এই গুনানি চলবে বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে ব্যাঙ্ক মালিকের বোধিসত্ত্ব দাসকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি ইউকো ব্যাঙ্কের ধর্মনগর শাখার ম্যানেজার ছিলেন। ২০১৯ সালের ২ আগস্ট বোধিসত্ত্ব আগরতলায় এসেছিলেন। পরদিন রাতে বোধিসত্ত্ব বাড়ি ফেরেননি। তার মা ফোন করে বোধিসত্ত্ব জানিয়েছিলেন এখনই চলে আসছেন। কিন্তু রাতে আর ফেরেননি। কিছুক্ষণ পর আবার ফোন করলে একজন জিবি বলে ডিঙ্কার করেছেন। জিবি থেকে বোধিসত্ত্বকে পরবর্তী সন্ডয়ে নেওয়া হয় বহিরাঙ্গীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই তিনি মারা যান। বোধিসত্ত্ব’র মাখায় মদের বোতল দিয়ে মারা হয়েছিল। খুনের পেছনে থাকা ছিলেন কালিকা ভূয়েলাপের মালিকের ছেলে সুমনী বড়া অভিযোগ। এই ঘটনায় পশ্চিম থানায় একটি মামলা নেওয়া হয়। ওই বছরেরই ১৬ আগস্ট সকাল ৯টা ৪০ মিনিট নাগাদ বোধিসত্ত্ব মারা যান। তার মৃত্যুর পরই গোটা ঘটনার মোড় বদলে যায়। শহরে নৃশংসভাবে ব্যাঙ্ক মালেকোরকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হন রাজ্য পুলিশের ইনসপেক্টর সুকান্ত বিশ্বাসও। সবাইকেই জেলে রেখে মামলার ট্রায়াল শুরু হয় পশ্চিম থানায় অভিযুক্ত দুয়রা বিচারক গোবিন্দ দাসের কোর্টে। ইতিমধ্যে সরকার পক্ষের ৫৪জন সাক্ষী দিয়েছেন। কিন্তু সাক্ষী শুরুর পর থেকেই টাকার খেলা চলছে বলে অভিযোগ। ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী কিশোর কুমার পাল খুনের বিবরণ দিয়েছেন আদালতে। তবে ঘটনাস্থলে থাকা একটি পানের দোকানের মালিক হোস্টাইল হয়ে গেছেন। আদালতের মধ্যেই অনেক সাক্ষীকে কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ। এসবের মধ্যেই বোধিসত্ত্বের মা বিচারের আশায় আদালতের দিকে চেয়ে আসছেন। কিন্তু সরকার এবং বিপক্ষের আইনজীবীদের লড়াইয়ে বন্ধ হয়ে গেছে ট্রায়াল। যে কারণে কবে নাগাদ ট্রায়াল শুরু হবে তা নিয়ে নিশ্চিত নন নিহত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের পরিবার। তারা চাইছেন দ্রুত অভিযুক্তদের বিচার হোক আদালতে। এই এক আশায় বেঁচে আছেন নিহত যুবক বোধিসত্ত্ব’র মা। তবে টাকার খেলায় কবে নাগাদ এই মামলার বিচার পান বোধিসত্ত্বের মা তা নিয়েই বড় প্রশ্ন।

অশান্তির জেরে গ্রাম-ছাড়া!

● **ছয়ের পাতার পর** - জনসংখ্যা ২২০০। এর মধ্যে ৬০ শতাংশ মুসলিম, ৪০ শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। স্থানীয়দের বক্তব্য, দীর্ঘ বছর ধরে দুই সম্প্রদায় মিলেমিশে বসবাস করছিলেন। কিন্তু গোলমাল শুরু হয়েছে সম্প্রতি। হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু হয়েছে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে একাধিক এফআইআর করা হয়েছে। হিন্দু গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ইলানিং সব বিষয়ে অপর সম্প্রদায় কর্তৃত্বের চেষ্টা করছে। এতটাই অত্যাচার শুরু হয়েছে যে হিন্দুরা বাধ্য হয়ে গ্রাম ছাড়ছেন। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, পুলিশ কোণও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উল্টে দুই সম্প্রদায়কেই হেনস্তা করছে তারা। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে রথলামের জেলা শাসকের কাছে হিন্দু সম্প্রদায়ের তরফে আরবলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি বলেই তাঁরা জানাচ্ছেন। এদিকে সুরানার সাম্প্রদায়িক অশান্তি নিয়ে টুইটারে ভিডিও বিবৃতি দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনোজম মিশ্র। ভিডিওতে তিনি বলেন, “অবৈধ অধিগ্রহণ ও অন্য কিছু ছোট গঠন নিয়ে গোলমাল রয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে। পুলিশপূর্ণ সমাধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রয়েছেন জেলাশাসক ও জেলা শাস্তি প্রধান। দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদেরও রাখা হয়েছে সুরানার সমস্যা সমাধানে। আপাতত একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের ব্যবস্থা হয়েছে গ্রামে। দুকুতিরা যাতে ঘটনার সুযোগ নিতে না পারে তার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন।”

সরকারের উদ্দেশে সন্দীপন

● **চারের পাতার পর** - এই ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই তাদের বিষয়গুলো তুলে ধরবে। তাছাড়া বর্তমানে প্রেক্ষিতে পড়ুয়াদের সমস্যাগুলোও উপলব্ধি করার জোরালো দাবি রাখা হয়েছে। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এবং উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবেই আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে আগরতলা-সহ বিভিন্ন জায়গায় সাংগঠনিক কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন চলছে। এই সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনকে কোনও কোনও মহল ভিন্নভাবে দেখতে শুরু করেছে। শিক্ষামন্ত্রী আন্দোলনের পেছনে রাজনীতি দেখলেও এর সাথে অবশ্য অন্যান্য ছাত্র সংগঠন যুক্ত হয়েছে, যারা প্রকাশ্যেই আন্দোলনের পক্ষে সওয়াল করেছে। এই পরিস্থিতিতে কেউ পেছনে সরাসরি এনএসইউআই কেউ আন্দোলনকে সমর্থন করলেও আবার বিপক্ষেও কেউ কেউ রয়েছে। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও শিক্ষাদ্গন সচল রাখার দাবি জানিয়েছে। পড়ুয়াদের সমস্ত দাবি মেনে শিক্ষাদ্গন স্বাভাবিক

বিডিও’র দাদাগিরি

● **প্রথম পাতার পর** - বিডিও আবারও বলেন, “ আমি কইসি ক্যামেরা বন্ধ করো।!” “সাংবাদিকরাে আইতে কৈসি না।” সারকর্মকারী তখন তাকে জানিয়ে দেন যে, সাংবাদিকরা তার আলওতাইনি না, তার কথায় আসা , না-আসার কোনও বিষয় নেই। বিডিও সাহেব তখন “আলোচনা করব না বলে পছন্দ কিরে হাঁড়িতে শুরু করেন। “ বিজেপি সরকারে আসার পর থেকেই সাংবাদিক, সংবাদমাধ্যম ঘন ঘন আক্রান্ত হচ্ছে। পত্রিকা অফিসে ডাক্তার, আনন দেওয়া হয়েছে। পত্রিকা পোড়ানো হয়েছে। সাংবাদিকদের মেরে মরে গেছেন মনে করে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। কোনও ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যবস্থা নেই, বরঞ্চ পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখছে পত্রিকা অফিস আক্রমণ। প্রশাসন চুপ থাকায় সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হওয়ার সাহস রাজনৈতিক দুষ্টুতিকারী কিংবা বিডিও’র মত ছোটোখাটো আধিকারিকও সাংবাদিকদের সাথে দুর্ব্যহারের সাহস পাচ্ছেন। প্রতিবাদী কলম বৃহস্পতিবারেই মণিরামপুর ভিলেজের টাকার গরমিল নিয়ে বিস্তৃত খবর করেছে, এই কাণ্ডজই বিষয়টি প্রথম খবর করেছিল গত ২১ ডিসেম্বর। থানায় অভিযোগ হলো এখনও কোনও গ্রেফতার নেই। এডিসি ভিলেজ’র সচিবকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে রেকর্ডে বিডিও এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সচিব প্রীতান দাস, যে টিপিএস ক্যাডারশিপ পেয়ে সেই চাকরিতে চলে গেছেন, তাদের ভূমিকা নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, যথেষ্ট সন্দেহের সুযোগ তৈরি হয়েছে। জলের দাবিতে কলসি, বালতি, ইতাদি নিয়ে মণিরামপুরের ডাক্তার পাড়ায় রাস্তা আটকে বসেন মানুষ সকলেই। খণ্মামুখ রক্তের আধিকারিক থেকে শুরু করে ভিলেজস্তরে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য বার বার জানিয়েও কোনও কাজ না হওয়ায়, রাস্তায় বসে পড়েন তিতিবিরক্ত মানুষ। রাস্তা আটকানোর পর বিডিও সাহেব আসেন, সাথে জল সম্পদ দফতরের লোকজন। তাদের দেখেই তীব্র স্লোগান উঠে, জল চাই, জল দাও। পানীয় জলের ব্যবস্থা করো।অবরোধকারীদের একপ্রকার ধমকের সুরেই বিডিও স্লোগান বন্ধ করতে বসেন। জল সম্পদ দফতরের আধিকারিক ও বিডিও’র কাছে তারা তখন বলেন, পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করতে হবে নতুবা তারা অবরোধ তুলবেন না। তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন সরকারি আমলারা। তবে মানুষ কোনও কথাতেই কান দেননি, সোজা দাবি তাদের জলের ব্যবস্থা চাই। শেষে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যা সমাধান করা হবে বলে রাস্তা অবরোধ তোলা হয়। অবরোধকারীদের অভিযোগ, বিডিও জয়ন্ত দেব কোন উদোগ গ্রহণ করেননি। তবে বিডিও দাবি করেছেন, “আমারা উদ্যোগ নিয়েছি, তাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।” আর মানুষ বলেছেন, ভোট আসলে সবাই আসেন। এমনকি গাড়ি দিয়ে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যায় , কত আদর সমাদর। ভোট শেষ এরপর কেউ খৌজ খবর নেয় না। এডিসি ভিলেজ কমিটিগুলির মোয়াদ শেষ হয়ে গেছে বরধীন আগেই। সেসব নির্বাচন হচ্ছে না। প্রচৌর ত্রিপাল্যান্ডের টোপ দিয়ে ত্রিপা মথা এডিসি’র ক্ষমতা দখল করেছে। আর রাজ্যের ‘ডাবল ইঞ্জিন সরকার’ মডেল রাজ্য’র প্রচারে বিভোরা। তবে ঘটনা এই যে গ্রামে জল নেই, এমনকী শহরেও নেই কোথাও কোথাও।

ফাইনালে ভারত

● **সাতের পাতার পর** - ভারতীয় দল। প্রথমে ব্যাট করে ভারত করে ৫ উইকেটে ৩০৭ রান। ভারতের ওপেনার হরনুর ৮৮ ও অঙ্গকৃশ ৭৯ রান করেন। তিন নম্বরে নামা রাজ বাওয়া করেন ৪২ রান। যশ ধূল না থাকায় দলকে নেতৃত্ব দেন নিশান্ত সিদ্ধু। তিনি করেন ৩৬ রান। ৩৯ রানে অপরাজিত থেকে যান রাজবর্ধন সুহাস হঙ্গারগেকর।৩০৭ রানের পাছাড়প্রমাণ টার্গেট তাড়া করতে নেমে একেবারে শুরু থেকে উইকেট হারাতে থাকে আর্যরল্যান্ড। তাদের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৩৯ ওভারেই। আর্যরল্যান্ড শেষ হয়ে যায় মাত্র ১৩৩ রানে। অহিরিশ ব্যাটরদের মধ্যে স্কট মাকবেথ সবচেঁা ৩২ রান করেন। বাকিরা ভারতীয় বোলিংয়ের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। ভারতের বোলারদের মধ্যে দুটি করে উইকেট নেন গর্ব অনিল সাঙ্গওয়ান, অনীশ্বর গৌতম ও কৌশল তাম্বে। একটি উইকেট নেন বাী হাতি পেসার রবি কুমার। রাজবর্ধন ও ভিকি অন্তওয়ালও একটি করে উইকেট নেন।

মহিলা লিগ

● **সাতের পাতার পর** - পুরো বিষয়টি আরও জট পাকিয়ে যাবে এমনই আশঙ্কা। আগামীকালের বৈঠকে মহাখা গান্ধী পিসি-র অভিযোগ নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত হবে। তবে খুব মসৃণভাবে হবে না তা বলাই বাহুল্য।

ক্যাম্পেইন

● **চারের পাতার পর** - মানুষের পাশে থেকে কাজ করবে। বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে এই মর্মে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, বিজেপি করোনা পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্যে সেবা-হি-সংগঠন ভাবনায় কর্মসূচি জরি রেখেছে। এদিকে, যুব মোর্চার তরফে এবারও হেঙ্গ লান্ন চালু করা হয়েছে। সাংটি মণ্ডলেই থাকছে এই স্কেলারনে। করোনার তৃতীয় আবহে সকলের কাছে সেবামূলক ভাবনায় পৌঁছে যাবে যুব মোর্চার কার্যকর্তার।

জমজমট পাচার

● **তিনের পাতার পর** - ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দর তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু অল্পত কারণে ত্রিপুরা প্রশাসন ও হন দফতরের কর্তাদের কোনও হেলাদোল নেই। ত্রিপুরা থেকে সুপারি, নানারকম বনজ সম্পদ এই কোভিড চেকপোস্ট দিয়ে অসম-মিজোরামে পাড়ি দেয়। বার্মিজ সুপারি ও এই সড়ক দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে থাকিখারীদের সৌজনে। অসমে তৈরি ভেজাল বিলিতি মদ এই সড়ককে করিডোর করে ত্রিপুরার আনাকে কানচে বৈঠক বলে অভিযোগ। অসমের বিলিতি মদের রমরমায় দামছড়ার লাইসেন্সধারী বিলিতি মদের এবং দেশীয় মদে ভেঙ্গরণণ তাদের পাতাড়ি গুটিয়ে পালাতে হচ্ছে দামছড় পুলিশও প্রশাসনের অস্তিত্ব নিয়ে নাগরিকরা প্রশ্ন তুলেছেন। ত্রিপুরা সরকারও প্রশাসনের যদিখীতদ্বম না ভাঙে, তবে অদূর ভবিষ্যতে জনগণ ও সরকারকে চরম মূল্য চােকাতে হবে বলে সচেতন মহল মনে করছেন।

ভরণপোষণের

● **ছয়ের পাতার পর** - থাকলেও তার দৈনন্দিন খরচের টাকা দিতে হবে স্বামীকে। জামাকাপড়, প্রসাধনী থেকে শুরু করে সবকিছুর যোগান স্বামীকে দিতে হবে। আদালতে মহিলা জানিয়েছে ডিগ্রি পাসা সন্ত্বেও তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে বিচারে চাকরি করতে দেননি।

দেশবিরোধী

● **ছয়ের পাতার পর** - পাকিস্তান থেকে ওই ওয়েবসাইট ও চ্যানেলগুলি নিয়ন্ত্রিত হতা অনুরাগ ঠাকুরের কথায়, “ভবিষ্যতেও কড়া পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবে না কেন্দ্র। যে সমস্ত সংস্থা দেশবিরোধী খবর, ভুয়ো খবর ছড়াবে ও যড়যন্ত্র করার চেষ্টা করবে, তাদের র্রক করে দেওয়া হবে।’

পেনশন চালু

● **চারের পাতার পর** - কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ন্যায় রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের সপ্তম সিলিপি প্রদান করার কথা বলা ছিলও রাজ্যের কর্মচারীরা সর্বোচ্চ ২.৫৭ পাচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সপ্তম সিলিপি অনুসারে তা ২.৭২ হওয়ার কথা। এই রাজ্যের কর্মচারীরা সকলে ২.৫৭ পাচ্ছে না। তাহলে এই রাজ্যের কর্মচারীদের বিষয়গুলো নিয়ে এবার কি সরব হবে বিএমএস ও টিআরকেএস? তাছাড়া ডিএ প্রদান এখনও বাকি আছে। বাস্তবিক বিষয়গুলো যে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তাও অপর্যাপ্ত স্বীকার করলেন নেতৃত্বদ্বন্দ। আগামীদিনে হয়তো কর্মচারীদের বিষয়গুলো তুলে ধরার দায়িত্ব তারাই পালন করবেন।

এনএলএফটি ঃ পুলিশের রিপোর্ট

● **প্রথম পাতার পর** - এনএলএফ টি’র বড় কর্তারও এই রাজ্যে উ পস্থিতি থাকে বলে ত্রিপুরা পুলিশের কাছে খবর আছে। প্রতিবাদী কলম গত বছরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্র ধরে খবর করেছিল কোভিড লকডাউন, ইত্যাদি কাজকর্মে যাওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সন্ত্রাসবাদী দলগুলি নতুন করে যুবকদের দলে টানতে শুরু করেছে। মায়ানমার সংলগ্ন ভারতীয় এলাকাতেই তারা নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠে। নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে এটি একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই খবরেই লেখা হয়েছিল এনএলএফটি কার

নেতৃত্বে আবার চাঙ্গা হতে চাইছে। নতুন করে যুবকদের বাংলাদেশে নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। নির্মাণকর্মীদের অপহরণ, ছোট দোকানিকে অপহরণ ও খুন, দুই বিএসএফ জওয়ান খুন, এসব গত একবছরে হয়েছে ত্রিপুরায় অস্ত্র-সহ ছবি পাঠিয়ে রেশন দোকানিদের চাঁদার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের নানা জায়গা থেকে কেউ কেউ গ্রেফতারও হয়েছেন। কেউ কেউ আত্মসমর্পণও করেছেন। রক্ত ঝরা দীর্ঘ কয়েক দশক পর ত্রিপুরায় বছর পনেরো আগে থেকে সন্ত্রাসবাদী কাজ করতে শুরু করে। তখনকার বাম সরকার

কতটা ব্যর্থ হলে এমন হতে পারে, তা সতর্কই অনুমেয়। বিলোনিয়া রেলস্টেশনে দিনে করোনা পরীক্ষা হলেও রাতের ট্রেনে যখন শত শত যাত্রী নামেন, তখন স্বাস্থ্য দফতরের কাউকেই পাওয়া যায়নি রেলস্টেশনে। এই একই অবস্থা রাজ্যের অন্যান্য করোনা পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতেও। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন বাজার, শপিংমল, কোচিং সেন্টার, ফার্স্ফুয়ের দোকান সহ সরকারি অফিস কার্যালয়গুলোতে যত্রতাে সাধারণ মানুষের জনসমাগম বাড়তে থাকে, তাতে শুধু বিমানবন্দর আর রেলস্টেশনে একমাত্র বলতে পারবেন। দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক

● **প্রথম পাতার পর** - ধরে-ধরে বিচ্ছিরি ব্যবহার করছিলেন। বাইক চালক এবং পথচারীদের রীতিমত দাবড়ানি দিয়ে বাড়ি পাঠানোর দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন একসিওরা। একদিকে এসপিওদের দুর্ব্যবহার আর অন্যদিকে নিত্য যাত্রীদের ক্ষোভ। এদিন এই দুইয়ের

● **প্রথম পাতার পর** - চলার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। তিনি রাজ্যের মহামান্য রাজাপালের সচিব পদে রয়েছেন। এমন পদে থেকে, বিনা নম্বরের একটি গাড়ি রাজ ভবন কার্যালয় থেকে কিভাবে চলাচল করতে পারেন শহরে? এই প্রশ্নয়ের পেছনে টি কে চাকমার হাত বলে খবর। যেন রাজ ভবন উনার নিজেই কেনা একটি বাড়ি! গত ৩ বছর আগেই সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন শ্রীচাকমা। প্রথম এক বছর এক্সটেনশন পাওয়ার পর, প্রত্যেক ছ’মাস পর পর তিনি সরকারের কাছে হাতে পায়ে ধরে অবসরের পরেও চাকরি জীবন বাড়িয়ে চলেছেন। শ্রীচাকমা

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে উনার চাকরি জীবন থেকে অবসর পালেনেই ৪৬ বছর অতিক্রম করছেন। পরতো সামনেও আবার এক্সটেনশন পাবেন তিনি।

রাজাপালের প্রাক্তন সচিব সমরজিৎ ভৌমিকের মেয়াদকমে ছাড়িয়ে গেছেন চাকমাবাবু। দীর্ঘদিন একই পদে থেকে রাজভবন কার্যালয়টিকে রীতিমত রিক্রিয়েশন ক্লাবে পরিনত করেছেন। বৃহস্পতিবার শেখর দাসের ব্যবহার করা ইকো গাড়িটি যখন শহরের বিভিন্ন স্থান দিয়ে চলাচল করে, তখন অনেকেই বলতে আরম্ভ করেন, যে দেশে প্রধানমন্ত্রী নিজে নম্বর প্লেট লাগানো গাড়ি ব্যবহার করেন, সেখানে রাজ্যের রাজ ভবন কার্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কিভাবে শহরে একটি ইকো গাড়িও এভাবে চলাচল করার অনুমতি দিল? সাদা রঙের ইকো গাড়িটি প্রতিদিন রাজভবন থেকে বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় নানা কাজকর্ম সম্পন্ন করে। এই লজ্জাকর বিষয়টি কিভাবে ঘটছে এবং এর জন্য আদতে কাকে দায়তরিক তদন্তে ফেলা প্রয়োজন, তা সরকার পক্ষ বুঝলেই ভালো। তবে এটুকু বোঝা হয়ে গেছে যে, রাজ ভবন-এর অক্ষরে এখন টি কে রাজ ভবনকেই বোঝানো হয়।

প্রয়াত নেতা বাবুবন রিয়াং শিকার হতে আসতেন। এখানে রামা হতেন। সকলে মিলে একসাথে খাওয়ার যে আনন্দ ছিল, তা পাই না বহু বছর। এলাকায় কাজ করার ক্ষেত্রেও ছিল প্রতিযোগিতা। আবার সর্বভারতীয় কংগ্রেস আমাদের কাজের উপর নজর রাখতো সব সময়। এলাকার তরফে কেউ কোনো অভিযোগ প্রত্‌ এআইসিসির কাছে পাঠালে আমাদেরকে কড়া মনোভাবেরও মুখোমুখি হতে হতো। এলাকায় কম ওয়েলাম বলে অনেক সতর্কবার্তাও পেয়েছি। আবার সতর্ক হয়ে এলাকায় ছুটে গেছি। এখন আর সেসব নেই। ৫০ বছরে আমার কর্তৃত্ব এগোতে পেরেছি, কর্তৃত্বকু পিছিয়েছি, এর হিসাব বিলোমতে সময় এসেছে। তবে এতটুকু বলতে পারি, পূর্ণরাজের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী সুখময় নিয়ে পুরোপুরি সে সময় যে মেধা এবং চৌকস বুদ্ধি ছিল, তা গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যেও ছিল বিরল। আজ ত্রিপুরা এর অভাব বোধ করছে। **লক্ষ্মী নাগ** **বিধায়ক, রাজনগর কেন্দ্র, ১৯৭২** ১৯৭২ থেকে ২০২২। অর্ধ শতাব্দী সময়কাল কেটে গেছে রাজনীতি দিয়েই। ১৯৭২ সালে যখন প্রথম বিধায়ক হিসেবে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছি তখনই কি জানা ছিলো রাজনীতি করতে হলেই দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, অবিচার সবকিছুকেই ছেড়ে দেখতে হবে। সেই সময় কাজ করতে গিয়ে যে সংশ্রীতি দেখেছি বিভিন্ন ধরনের মধ্যে, পরবর্তী সময়ে সেই সংশ্রীতি আর কেমনও খুঁজে পাইনি। কাজ করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলাম দল-মত-ধর্ম বা। এমন যেভাবে মুখে একথা বলে কাজ আরেক কথা হয়, সেটা ওই সময় ছিল না। এই ৫০ বছরে কত বলে গেছে রাজনীতি। এই সময়

বুঝলেন সুদীপ

● **তিনের পাতার পর** - দেন, বিজেপির প্রতীকে তিনি আর ভোটে লড় ছেঁন না। তাহলে পরবর্তী রাজনৈতিক গন্তব্য কোথায় সেটাও খোলাসা করলেন না। মানুষের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে খুব তাড়াতাড়িই সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানানো। মুখ্যমন্ত্রীর কথা উঠতেই শুরু করেন একেরপর এক বাক্য বিস্ফোরণ, আইনশৃঙ্খলা থেকে শুরু করে বেকারত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা, সরকারি কাজে দুর্নীতি, বাইক বাহিনীর দৌরাখ্য সবকিছু নিয়েই ঠুকলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। বললেন রাজ্যে এক ব্যক্তির শাসন চলছে। মন্ত্রী, বিধায়কদের কোন ক্ষমতা নেই। এককথায় বিপন্ন গণতন্ত্র। অকেঁক কথা স্পষ্ট করে না বললেও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন অনেক কিছু। উনার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকা বিধায়ক সাখ্যে যে দুই অঙ্কের নিচে নয় তাও বুঝিয়ে দিলেন। বিচারঞ্জয় রাখল, আশিস কুমার সাহা ছাড়া অনার্য হয় তঃ অবসরকালীন ভাতা সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হারানোর ভয়ে একুনি উদারের সঙ্গী হবে না। তবে শাসক দলকে ভিতর থেকে বারোটা বাড়িয়ে নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে দলকে রামধাক্কা দিয়ে সুদীপবাবুর সঙ্গী হবে বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই তালিকায় কেবল উনকোটি ও খোয়াই জেলা বাদে অন্য সকল জেলায় ন্যূনতম একজন করে বিধায়ক রয়েছে বলে ইঙ্গিত রয়েছে। এই সম্পর্কে খুব শ্রুইই আরো বড় খোলাসা হতে যাচ্ছে। যার হটস্পট হতে পারে ধলাই।

কাটায় রাশ

● **প্রথম পাতার পর** - মানতে হবে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে সর্বশেষ এই সিদ্ধান্তটি জানিয়ে রাজ্যের প্রত্যেক মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিকদের কাছে স্বাক্ষরিত নির্দেশটি পাঠানো হয়। ডা. রাধা দেবর্মা এই নির্দেশের প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব, অধিকর্তা সহ প্রত্যেক জেলার জেলাশাসক এবং এনএইচএম’র মিশন ডিরেক্টরের কাছেও। চিঠির প্রতিলিপি গেছে আইডিএসপি’র স্টেট সার্ভিলেন্স অফিসারের কাছেও। এই সিদ্ধান্তির পরে, আশা করা যায়, রাজ্যের দু’দুটো বেসরকারি হাসপাতাল যেভাবেই করোনা আক্রান্ত রোগীদের কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি রেখে পরিবারের পকেট কাটছিল (এমনটাই অভিযোগ), তাতে খানিকটা টান পড়বে এখন।

শোকজ

● **তিনের পাতার পর** - দফতরকে প্রকাশ্যে বদনাম করেছে। অফিসের গাড়ি ব্যবহার করেই ওই অফিসে গেছেন সুধীরা। সরকারি কর্মচারী হিসেবে এটা বেআইনি বলে শোকজ নোটিশে বলা হয়েছে। এখন দেখার, এই সেটিংষাচিত নেতা সুধীর বজ্রন কাসারির বিরুদ্ধে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দফতর কি ব্যবস্থা নেয়।

পূর্ণরাজ্যের জীবন্ত কিংবদন্তি ছয়

এসে যদি প্রাপ্তির ঝোলা খুলি তাহলে তো সবই হতশা। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এখন যেন রাজনীতিরই অঙ্গ। আইন-শৃঙ্খলা চূড়ান্ত অনর্তা। এই সময়ে এসে যেখানে আমাদের সুনার হয়েছিল হওয়ার কথা, তখন আমরা পেরে ৫০ বছর আগেকার সরকারের থেকেও খুঁড়িয়ে ঢালছি। হচ্ছে করলেই আমরা একটা ভালো কাজ করেছি। কিন্তু সেই মানসিকতার অভাব দেখে কষ্ট পাই।

সুবল চন্দ্র বিশ্বাস **বিধায়ক, বিলাসপুর, ১৯৭২** পশ্চিমবঙ্গের বর্নগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় থেকে পড়াশোনার পর তৎকালীন অবিস্তৃত উত্তর জেলার ফটিসপুরা দ্বাপন শ্রেণি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। শিক্ষকতা চলাকালীন সময়েই হঠাৎ করে ডাক আসে কংগ্রেসের পাই হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। তখন বয়স মাত্র ৩৩। রাজি হয়ে যাই। জয়ও চলে আসে। শিক্ষকতার পাশাপাশি বিধায়ক হিসেবে দায়িত্বভারও পালন করি। যতটুকু পেরেছি মানুষের জন্য কাজ করেছি। এখন শয্যাপাশ। গত পাঁচ বছর ধরেই একেবারে বিছানায়। তার পরেও পূর্ণ রাজ্যের সূর্যজয়ন্তী বর্ষে এসে চাইব রাজ্য এগিয়ে যাক। মানুষ ভালো থাকুক। রাজনৈতিক রোষারোপি বন্ধ হোক। বরং রাজনৈতিক শিক্ষা মানুষকে আরও রাজনীতি সচেতন করে তুলুক।

অজয় বিশ্বাস **বিধায়ক, আগরতলা-১ কেন্দ্র, ১৯৭২** পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তিতে আমাদের প্রিয় রাজা ত্রিপুরা সূর্যজয়ন্তী স্পর্শ করেছে। এ এক গর্বের মুহূর্ত। তবে ১৯৭২ সালে ফের নির্মল প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করার পরেও যেভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি তা আমার কাছে এক পরম

টিকিট পাননি

● **ছয়ের পাতার পর** - কারণ গিয়েন বেশ জনপ্রিয় নেতা ছিলেন মনোহর পরিকর। ১৯৯৪ সাল থেকে পানাজি কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জিতে আসছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ২০১৭ সালে ফের গোয়ায় ফিরে যান তিনি। তারপরেই ২০১৭ সালে বিজেপি বিধাসভায় ভোটে জয়ী হয় বিজেপি।

টিকাকরণ পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী



প্রেস রিলিজ, উদয়পুর, ২০
জানুয়ারি।। তিন দিনব্যাপী
কোভিড-১৯ টিকাকরণ বিশেষ
অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ
গোমতী জেলার বিভিন্ন টিকাকরণ
কেন্দ্রে পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী
বিপ্লব কুমার দাশ। এই কেন্দ্রগুলি
পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,
১৯-২১ জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত এই
বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে

১৫-১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের
দ্রুততার সঙ্গে টিকাকরণের
আওতায় নিয়ে আসা হবে। বিভিন্ন
বিদ্যালয়ে আয়োজিত টিকাকরণ
কর্মসূচির পাশাপাশি
স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেও যে টিকাকরণ
হচ্ছে তাতে সংশ্লিষ্ট বয়সের
ছেলেমেয়েদের টিকাকরণ
করানোর লক্ষ্যে অভিভাবকদের
প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী আজ গোমতী জেলার
ডিনাট টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন
করেন। এগুলি হলো যথাক্রমে
ভগিনী নিবেদিতা বালিকা
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, কিরীট
বিক্রম ইনস্টিটিউট ও মাতাবাড়ি
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। উল্লেখ্য,
কোভিড টিকাকরণের তিন
দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচির
সহায়তায় মাতাবাড়ি বালিকা

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০-১১ বছরের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে টিকাকরণ সম্পন্ন হয়ে গেছে। কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র পরিচালনায় সমগ্র মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। জাতীয় শিক্ষানীতির সংশোধনী, পল্লি প্যাঠন, শিক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি প্রবনায় ঘনাবলি সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। এদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গেও বার্ষিক মুখ্যমন্ত্রী। এই বয়সসীমার ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোভিড টিকার ব্যবস্থা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান ছাত্রছাত্রীরা। এরপর মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শন করেন। কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচি পরিচালনাকালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন পটচন্দ্রমন্ত্রী প্রণবী সিংহরায়, বিমারক বিশ্ব কুমার ঘোষ, বিদ্যালয় শিক্ষকদের তরফের অফিসিট চান্দনি চন্দ্রণ, দেমতী জেলার জেলাশাসক আর এচ কুমার প্রমুখ।

এখনও হৃদিশ
নেই অপহৃত
নাবালিকার

তিত্বাবাদী কনক প্রতিনিধি,
অপরাধ, ২০ জানুয়ারি ১৯৭১। নাবালিকা
চিল্লুর পল্লব চারদিন অতিবাহিত হয়ে
গেলেও কোন ধরনের সন্ধান দিতে
পারেনি বিশালগড় থানা পুলিশ।
পুলিশের ভূমিকা ক্ষুদ্র নাবালিকার
পরিবার। উদ্বেগ, গত সোমবারের
গৃহশিক্ষকের বাড়িতে পড়তে গিয়ে
নিরাঁজ হয়ে যাবা দাম্প শ্রেণির
ছাত্রী। বাড়ি চড়িয়াল আরতি মুক
এলাকায়। ওই দিন দীর্ঘ সময়
যেখোজুর্জির পূর্ণও ছাত্রীর মহিলা
থানা পাওয়ার বিশালগড় সন্ধান
খানায় নির্দিষ্ট ভায়ের করছিলেন
তার বাবা। চারদিন অতিক্রান্ত হয়ে
গেলেও কোন ছাত্রীর পাওয়া যায়
নেও ওই ছাত্রী। ছাত্রীর মোবাইল
ফোনে সূচক অক্ষ। তবে হ্যাঁ
ছাত্রীর মোবাইল থেকে বাড়িতে
ফোন আসে। পরিকল্পিত সমস্যা
জানান, তাদের মায়ের ফোন কর
বলেছে থানা থেকে অভিযোগপত্র
প্রত্যাহার না করলে তাকে প্রাপ্তে
নিয়ে ফেলা হবে। কথা বলার সাথে
সাথেই ফোন সুইচ অফ হয়ে যায়।
তার ভাই ও বাবা জানান, যখন
অন্যের সাথে কথা হোয়েছিল তখন
মনোহর থেকে ট্রেনে চলে
শোনা গিয়েছিল। টু-কলারের
মাধ্যমে লোকেশন দেখা গেছে
মেরোবাস্টের নাপপুর স্টেশন। কায়াম
ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার।
পরবর্তীতে খবর নিয়ে জানা যায়,
কামথানা এলাকার রক্ষি ইসলাম
নামে এক যুবক তাকে অপরহণ
করেছে। বিশালগড় মহিলা থানা
উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্রীর পিতা-মাতা
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং
জেলাশাসকের দ্বারস্থ হবেন বলে
সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি
উদয়পুর, ২০ জানুয়ারী। খ্রী পূর্ব
পঞ্জীরশব্দে কাজউপরির হয়েছে
পঞ্জীর নাম দিয়ে শাসক দলের
স্বাধাঘিণিত নেতা হয়ে ভুলে গেছেন
নিজের কাজ। অফিস ফাঁকি দিয়ে
আনা সরকারি কর্মচারীদের
ধমকানো অভ্যাসে পরিণত করতে
গিয়ে ফাঁসিন্দান পানীয় জল ও
স্বাস্থ্যবিনী দফতরের করণিক সুবীর
রক্তের কাসার। উদয়পুর পানীয় জল
ও স্বাস্থ্যবিনী দফতরের নির্বাহী
বাস্তবকার সুবীরকে শোকে নোশি
দিয়েছেন। আনোর অফিসে গিয়ে
কর্মচারীদের ধমকানোর জন্য কেনে
ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তার জবাব
জানত চাওয়া হয়েছে সুবীরেরর
কাজ থেকে। এই ঘটনায়
কর্মচারীদের মধ্যে নানা গুঞ্জন তৈরি
হয়েছে। সুবীরের বিরুদ্ধে আইন
ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি তুলেছেন
তার যথোপা অর্ন্ত কর্মচারীরা।
অভিযোগ, বিবেকানন্দ বিচার
মঞ্চের নানা দিয়ে সুবীর সরকারি
কর্ম ওপলিতে গিয়ে কর্মচারীদের
ধমকানো। নিজে কোনও কাজ

কেরেন না তিনি। নিজেকে নেতা দাবি করে অনিয়ম ও গুপ খবরদারি করতে ব্যস্ত উদ্ভবপুর পানী জল বিভাগের ইউডিসি সুধীর রঞ্জন কাসারি। এমন শোষণ খেয়ে তিনি শাসক দলের নেতাদের বাতির দমজায় ঘুরতে শুরু করেছেন। তার কাজে বদনাম হচ্ছে বিবেকানন্দ মজুমদার বলেও অভিযোগ।

সংগঠনের পক্ষে থেকেও অভিযোগ সুধীরকে কেউ সাহায্য করতে নামাজ। এই সুধীর অন্যান্য কর্মচারীদের হুমকি-ধমকি ও বদলার ভী দেখিয়ে চলছেন। এমন নিজের কাজের ফাঁকি দেওয়ার জন্যই শোষণ খেছেন। তার যত্নায়া অস্তিত্ব উদ্ভবপুর পূর্ত দফতরের অফিসের অন্যান্য কর্মচারীরাও। কাসারিবাবু কিছু দিন অফিসে নিজের অফিস ফেলে দিয়ে অর্ধশতাব্দিকালীন সময়ে উদ্ভবপুর পূর্ত দফতরের অস্তিত্ব বিস্তৃত অফিসে গিয়ে অফিসে কোন কর্মচারী আসলে আর কোন কর্মচারী আসলে না সেইওয়ার ছবি তুলেন। ভিডিও করে বদলার

হয়ে দেশান। অথচ নিজেরে নিজের
সংগঠনের কাজ করেন না।
সংগঠনের নামে দীর্ঘ তুলতে বাস্তব
থাকেন বলে অভিযোগ। তাকে
এই অধিকার দিয়েছে তাও কেন
বলতে পারছেন না। এমনকি
বিবেচনামূলক বিশ্বাস মঞ্চের নেতারাও
কিছু জানেন না। সুধীর কাসারির
পরিচয়ই একজন কাদমিলির স্বার্থ
নাম দিয়ে পুর পরিষদের প্রতীক
মাতবর্কির দেশান হয়ে সুধীর বলে
অভিযোগ। অতীত হয়ে শেষ পরল
তাকে শোকজ দিয়েছেন বিবাহীরা
বাস্তবকার্য এর মগ। তার বিরুদ্ধে
কেনে নিম্নম শৃঙ্খলা না মানার
জন্যে চাওয়া হয়েছে। গত ১৪ এবং ১৫
সিমেয়ে ইঞ্জিনিয়ার এর মগ
সিমেয়ে প্রকল্পের বাস্তবকার্য।
পরিষদের ভিত্তিন অফিসে গিয়ে
কর্মচারীদের ছবি এবং ভিডিও
ভুলে গেল। আরও অভিযোগ
ভিডিও সামগ্রিক মাধ্যমে ছেড়ে
সরকার। ● এরপর দুইয়ের পাঠ্যক্রম

কোভিডের সুযোগে জমজমাট পাচার

প্রতিভাবানী কলম প্রতিনিধি,
ধর্মনগর, ২০ জানুয়ারী। ত্রিপুরা-
অসম - মিজোরাম এই ত্রিপুরা-
রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য,
যোগাযোগ, সংস্কৃতি, খেলাধুলা
আদান-প্রদানের টাইজশেন হচ্ছে
ত্রিপুরা রাজ্যের পানিসামর
মুকুন্দর দামছড়া বাজার। এতদিন
ত্রিপুরা-মিজোরামের মধ্যবর্তী
লঙ্গাই নদীর উপরস্থ দশরথ সেতুকে
সামগ্রীর চোর চলতো অধৈর্য
সারিঘের পাচার বাণিজ্য। ত্রিপুরার
কৃষকদের পেট লাগি মেরের
ইউরিয়া সার দশরথ সেতু দিয়ে

মিজোরাম পাড়ি দিতে যা পরবর্তী
সময় মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে
সমীচৈ যেতে। দখলিদের সেতুর
প্রশংসা করে দামাছড়া থানার
পুলিশের একটি চেকপোস্ট এবং
সিসি ক্যামেরা থাকলেও প্রকাশ
দিবালোকে ট্রাক বোঝাই ইউরिया
সার বেপারিয়া পাচার হতে।
প্রত্যক্ষদর্শী এবং কৃষক সমাজের
অভিযোগের ভিত্তিতে এই পত্রিকায়
ইউরिया সার পাচারের সবদা
প্রকাশ হওয়ায় দশমের সেতু দিয়ে
ইউরिया পাচার সাময়িক বন্ধ হওয়ার
খবর পাওয়া গেছে। তাছাড়া

কলিকাতার তৃতীয় মেডে গুপ্ত হওয়ায়
সম্প্রতি সরকারি বাণিজ্য
দপ্তর থেকে দিয়ে যাওয়া
আদান-প্রদান বন্ধ রয়েছে। ত্রিপুরায়
প্রবেশের চুরকাবাড়ির সেন্সর ট্যাক্স
গেট এবং বিকল্প জাতীয় সড়ক নং
২০৮ এর কাঁঠালঝাড় লাক্ষায়
কোভিড চেক পোস্ট বসিয়ে রয়েছে।
দপ্তর থেকে কাঁঠাল বহিরাগত
নাগরিকদের ত্রিপুরায় প্রবেশের সময়
আপিক্রেনে টেস্ট করে থাকেন।
পাশাপাশি দপ্তর থেকে সেতুর
প্রবেশপথেও এমন ব্যবস্থা রয়েছে।
এছাড়াও দামছড়া থানাধীন
সরস্রেনগণের থেকে একটি সুস্ক-
অসমের করিমগঞ্জ জেলার
বাখরিছড়া থানার
বজ্রিগঞ্জ-বাজিগঞ্জ রাস্তায়

ভাসিটির সামনে অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। পরীক্ষা
পিছিয়ে দেওয়ার আন্দোলনে এখন
শামিল হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। একের
পর এক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই
আন্দোলনে ব্যস্ত ছাত্রছাত্রীরা।
কবিরানার নাম দিয়ে কলেজ এবং
বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেই জড়ো
হয়ে আন্দোলনে নামছে
ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষা দফতরও পরীক্ষা



বাতিল নিয়ে কোনও ধরনের কড়া সিদ্ধান্ত নিতে নারাজ। এইই পরিস্থিতির মধ্যে একের পর এক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাঙ্গাদেশাঙ্গান শুরু হয়ে গেছে। টিপস-ইকফাই ইউনিভারসিটির পর এবারারাত্তাঙ্গান কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রাঙ্গাদেশাঙ্গান পরীক্ষা বাতিল বা পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে রাত্তাঙ্গান অবরোধে বসে পড়ে। এই আন্দোলন ঘিরে রাত্তাঙ্গান প্রায় দু'পাশে প্রচার যানবাহন আটকে রাখা যায়। করোনা অভিযাঙ্গিত গতত

দু'বছর ধরে এই হালেই চলছে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা। বাতিল হয়েছে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের পরীক্ষা। কলেজ স্তরে অনলাইনে পরীক্ষা হলেও দ্বাদশ এবং মাধ্যমিক স্তরে স্কুল পরীক্ষার ফল দেখেই ছাত্রছাত্রীদের নম্বর দেওয়া হয়েছে। এখন করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে আবারও একই পথের দাবি তুলছে



ছাত্রছাত্রীদের। বিগত দু'বছর ধরে করোনায় নাম দিয়ে এই ধরনের পথ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দফতরইই দেখিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে ছাত্র আন্দোলনের চাপে পড়ে টিপসের পরীক্ষা ১০দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর জের ধরে বৃহস্পতিবার প্রিন্সা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন বসে। ছাত্রছাত্রীদের দাবি অফলাইনে পরীক্ষা এই মুহূর্তে বাতিল করতে হবে। না হলে পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃ পক্ষ ছাত্রছাত্রীদের এই আন্দোলনে সাহায্য না দেখায় গেটের বইয়ের রাস্তা অবরোধ করে বসে এই পঞ্জাবী। শতাব্দীর ছাত্রছাত্রী অবরোধে শামিল হয়। তাদের দাবি, অনেক ছাত্রছাত্রী পানীয়া সংক্রমিত হয়ে আছে। এই মুহুর্তে তারা পানীয়া দিতে পারবে না। তারা যদি পানীয়া দিতে আসে তাহলে বাকিরাও সংক্রমিত হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে অফলাইনে পানীয়া এই মুহুর্তে বাতিল করতে হবে। তাদের আরও বক্তব্য, কল্যাণজনকভাবে অর্থ থাক এবং অধ্যাপিকারা করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে পানীয়া পিছিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃ পক্ষকে কেউই পানীয়া পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা বলতে রাজী হয়নি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। অবরোধে রাস্তার দুই পাশে প্রবণ যাবাযাহনে ডিউ জমে যায়। থর থর করে ছুটো যায় অস্থির থানা পুলিশ। শেষে কিছু সময় রাস্তা অবরোধ থাকে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ অবরোধমুক্ত করে। তবে ছাত্রছাত্রী পানীয়ার জন্যিগে কেউই অফলাইনে পানীয়া তারা কেউই দেবেন না। পানীয়া বাতিল অর্থবা পিছিয়ে দেওয়া হোক। তাদের দাবি না মানা হলে আন্দোলন তালোত্তম বসন্ত আগমন গড় তোলা হবে।

স্বানে চ নং আসাম-আগরতলা
জাতীয় সড়কে বৃদ্ধ হয়েছে।
পাশাপাশি রাঙামাটি হয়ে সড়কটি
মিজোরামের কানমু হয়ে মাথাফা
জেলা সদরে বায়্যাত্তরে নতুন
সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দামাডু
থানাধীন পূর্ব রাধাকিশোরপুর
এলাকা অসম-ত্রিপুরা সীমান্তে
একটি কোভিড চেকপোস্ট স্থাপন
করা হয়েছে। এই চেকপোস্ট দিয়ে
যাবতীয় অসমের সাময়িক
আমানদীন-রফতানি চট্টয়ে চলছে
বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান এই
কোভিড চেকপোস্ট দিয়ে সার
মফিয়ারা প্রতিদিন ট্রাক ভর্তি করে
মিজোরামে পণ্যাদি কতে বলেও
অভিযোগ। অসম থেকে প্রতিদিন
অন্যথায় ট্রাককে পাগমিলে মাইনই
নয় অর্থাৎ বাংলা ভাটার দক্ষিণাভিমুখ
ইয় ত্রিপুরায় প্রবেশ করে কান্দমাড়া
রেলকের বিভিন্ন প্রত্যন্ত ভিলেজে
পৌঁছো যাচ্ছে। অসম থেকে বালি
গোবাই অসম্ভ্যাক কতে বালি বাণায়
ত্রিপুরায় ট্রাক কতে তিনি
এক্ষেত্রে অসম প্রশাসনের বন
দপ্তরর সেন্সটাইভ থাকা জিএসটি
ফাঁদ দিয়ে অসাধু পাচারকারী
তাদের বাণিজ্য জামচর করার
তুলেছে। আরও জনা গেছে,
অসমের এসব থাকা ভাটার উইট
দিয়ে রু শরণার্থী পুনর্বাসনের
আবাসন শরণার্থী ইয়ের পাশে

আত্মঘাতী মন্ডল নেতার ছেলে

ভিভাদি কলম প্রতিনিধি
বিশালগড়, ২০ জানুয়ারি।। ফাঁসিতে
আড়াখাটী হলেম নবদেবনাথ মন্ডলকে
নেতা শ্যামল দেবনাথের ছেলেকে
সুসূক্ত দেবনাথ। বিশালগড়
থানাধীন পূর্ব লক্ষ্মীবিলা একাঙ্গায়
ঘাটনা। বড়ি জঙ্গলে প্রায় ৫০ মিনিট
দূরে বঙ্গদেশ সুসূক্তের বুলন্ত মৃতদেহ
উদ্ধার হয়। বৃহৎসূক্তিব্যবস্থা সাড়ে
৬টা নাগাদ সুসূক্তের বুলন্ত মৃতদেহ
উদ্ধৃত পান তার পরিবারকে
লোকজন। পরে তাকে উদ্ধার করে
বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আস
হয়। কর্তব্যবাহু চিকিৎসক মৃত
যুবককে দেখে মৃত বলে খোঁজ
করেন। তবে কি কারণে সুসূক্ত
ফাঁসিতে আড়াখাতা করেছেন তা
জানা যায়নি। মন্ডল নেতার ছেলের
অস্বাভাবিক স্তি হয়ে এলাকা
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এদিন রাতে তার
মৃতদেহ হাসপাতাল মর্গে পান
হয়েছে। শুকবার ময়নাতত্ত্বের রিপ
মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে
পরিজনদের হাতে। প্রশ্ন উঠছে শু
যুবকের মৃত্যুর পেছনে কি কারণ
লুকিয়ে আছে? বিশালগড়
হাসপাতালে গিয়ে তার পরিবারকে
করছে দেখা যায়নি বলে এ বিষয়ে
তাদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি
তবে ছেলের মৃত্যুতে পরিবারের
সদস্যরা কতটা আতঙ্ক পেয়েছে
তা বলায় অপেক্ষা রাখা না

বাঁপ বন্ধ
আরএন
অ্যাকোয়া

তিব্বাদী কলার প্রতিনিধি
আগন্ততলা, ২৩ জানুয়ারী।। আরও
একটি পানীয় জলের সস্তা বন্ধ করে
দিলো স্বাস্থ্য দফতর। এ নিয়ে
আগন্ততলায় দুটি খাবারের জল
উৎপাদনকারী সংস্থাকে বন্ধ করা
হয়েছে। উচ্চ আদানতের নির্দেশে
বোতল জাতীয় জল সরবরাহকারী
সংস্থাগুলির অনুমোদন রয়েছে কিনা
তা পরীক্ষা করতে শুরু করে
রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। দুর্দিন ধরে
পানির জোয়া স্বাস্থ্য আধিকারিকরা
অফিস থেকে এগুলো অভিযান
করা হচ্ছে। বৃহৎপতিবার অভিযান
করা হবে পূর্ব শিবনগর এলাকায়
আর এদু আকোয়া পানীয় জল
উৎপাদনকারী সংস্থা এই সংস্থায়ও
পাফেক্ট জাতীয় পানীয় জল উৎপা-
দন সরবরাহ করার মতো লাইসেন্স
নেই। স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গীত
চক্রবর্তী জানিয়েছেন, অনুমোদন
ছাড়া চলছিল এই সংস্থা।। যে
কারণে আমরা এটি বন্ধ করতে দিয়েছি
অনুমোদন পেলে আবার চালাতে
হবে। উচ্চ আদানতের নির্দেশে
পান্যেক ড্রিফিং ওয়াটার
সংস্থাগুলির লাইসেন্স ঠিকাকর
কিনা তা দেখতে অভিযান করা
হচ্ছে। পশ্চিম জেলায় এই ধরনের সংস্থা
৩৮টি সংস্থা রয়েছে। যেখান থেকে
পানীয় জল উৎপন্ন করা হয়
ইন্দ্রনগরকে একটি এই ধরনের সংস্থা
বন্ধ করা হয়েছে। আওগ কয়েকটি
সংস্থা আমরা গেছি। এগুলি আগেও
থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। আগামী
দুটিদিনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় থাকি
অন্যান্য পানীয় জল উৎপাদনকারী
সংস্থাগুলিতে যাবো। এরপর বোকা
যাবে বেহাউনিভাবে কতগুলি সংস্থা
এই জেলায় কাজ করছে।

নতুন আক্ৰান্ত ১১৮৫, মৃত্যু ৭

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি
আবর্তনাল, ২৩ জানুয়ারি।
করোনা মৃত্যুর প্রায় কয়েকটি বেড়ে
চলেছে। বৃহস্পতিবার আরও
আক্রান্তের মৃত্যুর খবর দিয়েছে
রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। টান
কয়েকদিন ধরেই মৃত্যুর সংখ্যা
চলছে চলেছে। গত ৪৮ ঘণ্টায়
৮জন সংক্রমিত রোগীর মার
গিয়েছিলো। বৃহস্পতিবার
২৪ ঘণ্টায় এই সংখ্যা উঠে দাঁড়ালে
৭জন। এই সংখ্যে প্রত্যেকটি
পজিটিভ রোগীর মধ্যে লাইফে
বাড়ছে। বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টায়
আরও ১ হাজার ১৫৫জন নতুন
সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছেন।
যদিও আগের দিনের তুলনায় এটি
সোয়াব পরীক্ষা কম হয়েছে। তবে
সংক্রমণের হারের লাইফে চড়ছে
একটি সিপিএলজা এবং কোয়ারাই
ছাড়। রাজ্যের সবকিছু জোয়ার
করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০০
উপরে দাঁড়ায়। দ্বারা দফতর বিভিন্ন
বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায়
পশ্চিম জেলায় ৪৩৮জন পজিটিভ
রোগী শনাক্ত হয়েছে। জেলায়
দক্ষিণ জেলায় ১৫০, ধলাই জেলায়
১২৮, উত্তর কোচি জেলায় ১০১।

মুগ্ধ সুশান্ত ফটোসেশনে



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি,
বিলোনিয়া, ২০ জানুয়ারি।
বিলোনিয়া মহকুমার বিদ্যাপীঠ
দ্বাশ্রম শ্রেণি বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার
১৫-১৮ বছরের ছাত্রছাত্রীদের
কোভিড-১৯ টিকাকরণ কামুটি
পরিদর্শন করেন তথা ও সংস্কৃতমন্ত্রী
সুশান্ত চৌধুরী। উল্লেখ্য, গতকাল
সকালে রাজ্যের সর্বত্র বিশেষ
কোভিড-১৯ টিকাকরণ অভিযানে
১৫-১৮ বছরের ছাত্রছাত্রীদের
কোভিড-১৯ টিকাকরণ আরম্ভ
হয়েছে। তথা ও সংস্কৃতমন্ত্রী আজ
বিলোনিয়া সফরে এসে বিদ্যাপীঠ

দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় ছাড়াও
বিলেনিয়া দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা
বিদ্যালয় ও আর্য কলিকাতা
শ্রেণি বিদ্যালয়ে কোভিড-১৯
টিকাকরণ অভিযান কর্মসূচি
পরিশ্রম করেন ও টিকা গ্রহণে
ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেন।
পরিশ্রমের সময় তথ্য ও
সমস্কৃতিময়ী বলেন, রাজ্যে ১৫-১৮
বছরের ছাত্রছাত্রীদের কোভিড
টিকাকরণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া
হয়েছে ২ লক্ষ ১৩ হাজার
ছাত্রছাত্রীকে এই অভিযানে
কোভিড টিকা দেওয়া হবে।

হাতিমখেই ৪২ শতাংশ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনের সময় তথ্য ও সংকল্পিতন্ত্রী সাথে ওপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, বিলোনিয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, বিলোনিয়া পুর পরিষদের স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিশ্বনাথ দাস, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জগদীশ নমঃ, জেলা শিক্ষা আধিকারিক লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস প্রমুখ।

এতদিনে বুঝলেন সুদীপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আমবাসা, ২০ জানুয়ারি।। রাজনীতিতে
রাজনীতিতে অব্যাহত বাক্য বোম্বardment
প্রতিবেদনগত ঘটনালি শাসকসমূহের
বিবরণের সুদীর্ঘ রায় বর্ণন। স্বলীয়ায়
মুখ্যমন্ত্রীর শিশুনা বর্ণন বললেন
উনি আবেল-তাবেল বলার
মাস্তার। রাজ্যে গত তিন বছরে
লক্ষসংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি
সহ-সহায়ক দলের মাধ্যমে গ্রামীণ
স্ব-সহায়ক দলের মাধ্যমে গ্রামীণ
টাকা আয় করছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর
দাবির উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতঃ

দিয়ে এই বাক্য বিস্তারিত করেন
 বিজেপির হেডিঙেই বিধায়ক
 সুদীপবাবু। উনি বলেন
 আবার-তাবলার কথা বলার
 মাস্তুর মুখাম্বীর বক্তব্যে এখন
 আর কেউ গুরুত্ব দেয় না।
 সামাজিক মাধ্যমে উনার বক্তব্যের
 নিচে মানুষ যে কमेंট করেন
 সেগুলো দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়।
 বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে আমসাবার
 নিজের অনুগামীদের সাথে একটি
 গোপন बैठকের ফাঁকে স্থানীয়
 সংবাদকর্মীদের একাংশের সাথে

কথা বলার সময় এই বিশ্বেশ্বরকে মস্তব্য করেন বিধায়ক শ্রীবর্মণ। যা সরাসরি পিবি ২৪ এ সম্প্রচারিত হতেই সামাজিক মাধ্যমে ঝড়ের গতিতে ছড়িলা হয়ে যায়। দেখা যায়, এই বাক্য বিশ্বেশ্বরণের পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রবল প্রতিক্রিয়া এবংও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। শাক দলের পক্ষ থেকে যদিও অফিশিয়ালি এখানে কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি। এখানে উল্লেখনীয় যে, নিজেদের রাজনৈতিক জীবনের নতুন ইনিসিয়েশুর করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে

যান সন্ত্রাসের বালি ঢালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
শান্তিরবাজার, ২০ জানুয়ারি।। যান
সম্রাসের ঘটনা রাজ্যে ট্র্যাডিশনে
পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনই কোন
যাত্রী কিংবা পথচারী এমনকী গাড়ি
চালকরাও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন।
মৃত্যুও হচ্ছে অনেকের। যান
দুর্ঘটনায় মৃত্যুর তালিকায় যুক্ত হল



পাশে থাকা দুই ব্যক্তি এবং অপর গাড়ির চালক সুরভ দাসকে ধাক্কা দেয়। ঘটনার পর যাতক গাড়ির চালক সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ওই গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান সুরভ দাস। তার বাড়ি সাক্ষরমের মনুখাট এলাকা। স্কুটিতে থাকা জেলাইবাড়ি এমএলএ

পাডার বাসিন্দা সুরেন্দ্র ত্রিপুরা এবং গুণ্ডার স্ত্রী লেনিষ্ঠী ত্রিপুরা সাক্ষরমের ভাবে আহত হয়। খবর পেয়ে জেলাইবাড়ি দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা আহত ও নিহতকে উদ্ধার করে জেলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। সুরভ দাসকে সেখানে দুই বলে রেফার করা হয়। আহত গেমস্তী জেলা হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার মনুভাতরের পর সুরভ দাসের মৃত্যুতে তার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সহচর আশিস কুমার সাহা। উত্তর
এবং উল্লেখ্যাতী জেলা সাধারণ শেখ
কর বৃহৎপতিবির অপরূহে উনার
শৌধীন থনাই জেলা সাধারণ
আমবায়া। সেখানে মার্কটি শেখ
রোগের পিছনে দাতা তুমুল
হোমোজেনিকারী এক প্রাক্তন কংগ্রেস
নেতার ব্যক্তিগত অনুগ্রহমূলক নিয়ে
একটি বৈঠক করেন। সেখানে
অগ্রগামীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানা
সহ মাইন্ড রিডিং'র দ্বারা কংগ্রেস
বানু রাজনীতিবিদ সুদীপবাবু ও
আশিসবাবু। এই বৈঠকে উপস্থিত
ছিলেন সুদীপবাবুরের পারিবারিক
বন্ধু তথা আইন জেলায় উনার
সহচরয়ে বিখ্যাত সৈনিক সুখরঞ্জন
দাস, কালপুত্রের কংগ্রেস নেতা তথা
একজনজীবী বিজয়কুমার চ্যাটার্জি,
শ্রীবাস চক্রবর্তী, মনোজ পাল,
আমবায়াস প্রাক্তন পুরপিতা অধীর
পাল, বিজেপি থেকে তুমুল
যোগদানকারী উত্তম গোস্বামী,
বাবুল সাহা, মায়ো পাল প্রমুখরা। এই
বৈঠকের ফাঁকে 'হানুয়ার
সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়
করেন তিনি। তখনই ঘটন একের
পর এক বাক্য বিশ্লেষণ। গত ১১
জানুয়ারি সারংমে দাঁড়িয়ে যা
বলেছেন, এনিও গাও পুনরাবৃত্তি
বাবুল সাহা। স্বাধীন ভাষায়
জানিয়ে ● এরপর ইয়ের পাঠ্য

মানিকের সৌজন্যতা



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি ।। বামফ্রন্টের প্রাক্তন বিধায়িকা গৌরী ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে বৃহস্পতিবার সকাল ১১.৩০ টায় উষাবাজার ছিনাইহানীস্থিত উনার বাসভবনে যান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, পাটি নেত্রী পাঞ্চালী ভট্টাচার্য। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পাটির জেলা কমিটির সদস্য স্বপন দেব, পাটি নেতা দীপক বর্ধন, বিক্রমজীৎ পাল, স্বপন নাগ ও অঞ্চল পাটির কর্মী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা। গৌরী ভট্টাচার্য বড়জলা কেন্দ্র থেকে বামফ্রন্টের সিপিআই(এম) প্রার্থী হিসেবে বিধায়িকা নির্বাচিত হয়ে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত টানা ১০ বছর বিধানসভায় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন জন কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং বড়জলা বিধানসভা এলাকার সার্বিক উন্নয়নে বিধায়িকা হিসেবে উনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ষিকজনিত নানা শারিরীক অসুস্থতায় ভুগছেন ৮৯ বছর বয়সী গৌরী ভট্টাচার্য। এদিন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, পাটি নেত্রী পাঞ্চালী ভট্টাচার্য এবং পাটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উনাকে দেখে আসেন। দলের তরফে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়।

ফের জেলা সম্পাদক মাধব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ জানুয়ারি ।। সিপিআইএম গোমতী জেলা কমিটির সম্পাদক হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব পেলেন প্রাক্তন বিধায়ক মাধব সাহা। উদয়পুর মহকুমা কমিটির অফিসে দলের জেলা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদয়পুর, অমরপুর এবং করকুব থেকে মোট ২০৮ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বাদল চৌধুরী, রতন ভৌমিক, নরেশ জমাতিয়া প্রমুখ। সম্মেলন থেকে মাধব সাহা’কে পুনরায় সম্পাদক করে ৩২ জনকে নিয়ে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। জেলা সম্পাদক মাধব সাহা জানিয়েছেন, দেশ এবং রাজ্যের চলমান বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর মানুষের উপর যেভাবে অত্যাচার শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে আগামী দিনে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তিনি জানান।

সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ জানুয়ারি।। সাংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মামলায় জড়ালেন কৈলাসহরের সাংবাদিক দেবশিশ দত্ত। বিএসএফ’র তরফ থেকে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদে সারব হয়েছে কৈলাসহর প্রেস ক্লাব। তারা মনে করছেন ইচ্ছাকৃতভাবেই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। যাতে করে সীমান্তরক্ষীদের কর্তব্যে গাফিলতি নিয়ে কোন ধরনের সংবাদ যাতে না হয়। তাই তাঁরা মাথায় পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত ২ জানুয়ারি কৈলাসহর পুর পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের শীলপাড়াতে বিএসএফ জওয়ানরা আমচাকা বাড়ি বাড়ি তল্লাশি শুরু করে। এই খবর পেয়ে দেবশিশ দত্ত-সহ অন্য সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সবাদ সংগ্রহের জন্য। পরবর্তী সময় বিএসএফ কৈলাসহর থানার পুলিশ ওই এলাকার কয়েকজন নাগরিকের সাথে সাংবাদিক দেবশিশ দত্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। গত ২ জানুয়ারি শীলপাড়ার নাগরিকরা অভিযোগ করেছিলেন বিএসএফ জওয়ানরা তল্লাশির নামে বাড়ি-ঘরে ঢুকে ভাঙুর চালিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বাড়ির মালিকদের কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিল। মোট ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে বলে খবর। কৈলাসহর প্রেস ক্লাব গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং খিকার জানিয়েছে। তারা মনে করছেন সাংবাদিকদের চাপে ফেলার জন্যই এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেঘ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের বামেলার সম্ভাবনা নেই। সাফল্যের পথে কোন বাধা থাকবে না। আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ একটু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

বৃষ : এই রাশির জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাল লক্ষ্য ধাকা যায়। মানসিক উত্তেগে থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে। দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। সচেষ্ট হলে গৃহ পরিবেশে শান্তি থাকবে।

মিথুন : দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়। হতাশায় না ভোগে মন মানসিকতা দিয়ে অশুভত্বকে জয় করতে হবে। অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শত্রু হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য চিন্তা। প্রেম-প্রীতিতে গৃহগত সমস্যা দেখা যাবে।

কর্কট : দিনটিতে পেটের সমস্যা বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা। প্রেমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। কর্মদোযোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে সময়ট। অনুকূল চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ।

সিংহ : দিনটিতে শুভ দিক নির্দেশ করছে। স্বাস্থ্য নিয়েও অহেতুক চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক পরিবেশ ক্রমে অনুকূলে দিকে চলে আসবে।

বন্ধুদের সঙ্গে মিলে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের অধিকা রয়েছে। কর্ম পরিবেশ বদলিত হবে না। **কন্যা:** শরীর কষ্ট দেবে। দাম্পত্য জীবনে সুখের

র্খোঁজ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের থেকে সাবধান। ব্যবসায়ীদের দিনটি ভালো যাবে। আয় মন্দ হবে না।

তুলা : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিশ্র ফল লক্ষ্য করা যায়। তবে চিন্তের প্রসঙ্গটা বজায় থাকবে। কর্মস্থলে শান্তি থাকবে। আর্থিক দিক অশুভ ফল নির্দেশ করছে এই দিনটিতে। শত্রুরা মাথা তুলতে পারবে না। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

বৃশ্চিক : স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাবে না। মানসিক উত্তেগ দেখা দিতে পারে। কর্মস্থলে নানান বামেলার সম্মুখীন হতে হবে। তবে সব কিছুৱ সমাধান সূত্র ও আপনার হাতেই থাকবে। শত্রুরা অশান্তি সৃষ্টি করবে। শত্রু জয়ী আপনিই হবেন। আয় ভাব শুভ। ব্যবসাতেও শুভ।

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য মিশ্র চলবে। দিনটিতে মানসিক অবসাদ দেখা দিতে পারে। কর্মে মধ্যম প্রকার ফল নির্দেশ করছে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রুরা মাথা তুলতে পারবে না।

মকর : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উত্তেগ দেখা দিতে পারে। কর্মস্থলে কিছুটা বামেলা সৃষ্টি হতে পারে। অর্থভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশে শুভ বাতাবরণ বজায় থাকবে।

কুম্ভ : কর্মস্থলের পরিবেশ অনুকূল থাকবে। উর্ধ্বতন পক্ষে থাকবে। অর্থভাগ্য ভালো। ব্যবসা স্থান শুভ। তবে প্রতিবেশীদের থেকে সাবধানে থাকা দরকার। অপরাপর পেশায় সাফল্য আসবে।

মীন : শরীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে দিনটিতে। স্পষ্ট কথা বলার জন্য লোকের সঙ্গে বামেলা সৃষ্টি হতে পারে। উপার্জন ভালো শুভ।

পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকবে। অর্থ ভাগ্য শুভ। বাবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। জীব অহংকারী মনোভাব দাম্পত্য শান্তি বদলিত করতে পারে।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের

আন্দোলন কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২০ জানুয়ারি।। ১২৯টি এসপিইএমএম মাদ্রাসাকে শিক্ষক-সহ গ্র্যান্ট ইন এইড-এর অন্তর্ভুক্ত করা, রাজ্য সরকারের অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের ২.২৫ এবং ২.৫৭ অবিলম্বে প্রদান করা-সহ আরো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে আগামী দিনে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হবে মাদ্রাসা শিক্ষকরা। বৃহস্পতিবার অল পি পুরা মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোনামুড়ায় অনুষ্ঠিত এই সভায় উপরোক্ত দাবি-সহ আরো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যান্য আরো দাবিগুলির মধ্যে অবসর অথবা কর্মরত অবস্থায় প্রয়াত হলে মাদ্রাসা শিক্ষকদের এককালীন ২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা, মাদ্রাসার শূন্যপদ পূরণ করা এবং নিয়োগের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করা, মাদ্রাসা ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুবিধার্থে মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করা ইত্যাদি সিদ্ধান্ত এদিনের সভায় গৃহীত হয়।

রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন মাদ্রাসার শিক্ষকদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দাবিগুলো পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে মাদ্রাসা শিক্ষকরা আশা ব্যক্ত করেন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি আব্দুল আলিম, সহ সভাপতি শাহ আলম, মোহন মিয়া, শফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা।

মাইক্রো ডোনেশন

ক্যাম্পেইন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। মাইক্রো ডোনেশন ক্যাম্পেইন শুরু হলো। তারই অঙ্গ হিসেবে মহিলা মোচার উদ্যোগে প্রদশে কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপি এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ও ভিতাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই মাইক্রো ডোনেশন ক্যাম্পেইন-এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন বিজেপি প্রশশে কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহিলা মোচার প্রদেশ সভাপত্রী ঝর্ণা দেববর্মী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি জারি রেখেছে। আগামীদিনে এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে করোনা পরিস্থিতিতে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

শিক্ষাঙ্গনকে সচল রাখুন সরকারের উদ্দেশে সন্দীপন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। শিক্ষাঙ্গনকে সচল রাখার দাবি জানালেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সম্পাদক সন্দীপন দেব। তিনি দাবি করেছেন ক্যাম্পাসে যেন অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধির সমস্ত নিয়ম মানা হয়। পরীক্ষা যথাসময়ে গ্রহণ করার দাবি করে এই সংগঠন নেতা আরও বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোথাও কোথাও পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পরীক্ষা গ্রহণের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। আর তাতে করে সমস্যা যে দেখা দিয়েছে সেই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জানুয়ারি।। গাড়ি করে সরকারি পাইপ এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ঘিরে প্রশ্নের মুখে পড়লেন ডিডরিউএস দফতরের এসডিও। তেলিয়ামুড়া মহকুমার আঠারোমুড়া এলাকায় জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করার জন্য মাটি কাটা হয়েছিল অনেকদিন আগে। তখনই রাস্তার নিচ থেকে অনেক লোহার পাইপ উঠিয়ে নেওয়া হয়। সেই পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ হত। সেই পাইপগুলো রাখা হয় মুঙ্গিয়াকার্মীস্থিত ডিডরিউএস দফতরের সামনে। বৃহস্পতিবার দুপুরে দেখা যায় সেই অফিসের সামনে থেকে কয়েকটি পাইপ একটি গাড়িতে উঠানো হচ্ছে।

শ্রমিকদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জানান এসডিও নাকি তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন পাইপ নিয়ে যাওয়ার জন্য। কোথায় পাইপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে এসডিও প্রথমে বিষয়টি

পুরোনো প্রথায় পেনশন চালু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। ভারতীয় মজদুর সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশের তরফেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে গোটা দেশের সাবেক রাজ্য থেকেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি প্রদান করা হয়েছে। যেসব বিষয়কে সামনে রেখে এই চিঠি প্রদান তার মধ্যে অন্যতম নতুন পেনশন বাতিল করে পুরোনো প্রথায় পেনশন বহাল রাখা, ন্যূনতম পেনশন এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা করা ইত্যাদি। এই দাবিকে সামনে রেখেই মূলত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি প্রদান। তবে তার সাথে আরও বেশ কিছু



আজ রাতের ওষুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

বিষয়গুলোও তিনি তুলে ধরেছেন। ছাত্র যুব ভবনের আইত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসএফআই রাজ্য সভাপতি সুলেমান আলি, বিজয় বিশ্বাস সহ অন্যান্যরাও উপস্থিত ছিলেন। তারা দাবি করেছেন, আগামী ২১ থেকে ২৭ জানুয়ারি সাংগঠনিকভাবে বিষয়গুলো মহকুমা শাসক, জেলাশাসক ও জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছে তারা তুলে ধরবেন। কোভিড বিধি মেনে হোস্টেল চালু রাখা, হোস্টেলগুলোতে কোভিড টেস্টের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা, যদি

খোলাসা করতে চাননি। পরে তিনি জানান, তারই এক বন্ধু নাকি সরকারি কাজের জন্য পাইপ চেয়েছেন। যেহেতু, ওই পাইপগুলো সেখানে পড়ে আছে তাই তিনি কয়েকটি পাইপ বন্ধুর কর্মস্থলে পাঠাচ্ছেন। এ বিষয়ে এসডিও’কে প্রশ্ন করা হয়েছিল পাইপ পাঠানোর জন্য তিনি অনুমতি নিয়েছেন কিনা? উত্তরে তিনি বলেন, এর জন্য অনুমতির কি



দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। ইপিএস ১ হাজার থেকে ৫ হাজারটাকা করার দাবি এই প্রথম কোনও সংগঠন উত্থাপন করলো। বিএমএস নেতৃত্ব জানিয়েছে, দেশে ৬৫ লক্ষ কর্মচারী তাতে উপকৃত হবে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী আয়ুমান ভারতের মেডিক্যাল সুযোগ প্রদানেরও দাবি করা হয়েছে। বিএমএস পুরোনো প্রথায় পেনশন চালু করার দাবি করেছে। ২০১৮ সালের জুন মাসে ত্রিপুরায় নতুন পেনশন স্কিম চালু হয়েছে। তাতে করে অনেকে পেনশন থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ পুরোনো কর্মচারীরা পেনশনের সুযোগ পেলেও রাজ্যে এই নয় পেনশন স্কিম চালু হওয়ায় অদূর

ভবিষ্যতে কর্মচারীরা অবসরকালীন পেনশনের সুযোগ পাবে না। তবে এই ক্ষেত্রে কর্মচারীদের অবসরের শেষ মূল বেতনের ৫০ শতাংশ পেনশন হিসেবে প্রদানের পুরোনো যে প্রথা রয়েছে তা চালু করার দাবি করলো এবার বিএমএস। রাজ্য থেকে বিভিন্ন সংগঠন এই দাবি আগেই উত্থাপন করেছিলো। ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রদেশ সভাপতি শংকর দেব, সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার দে, দেবশ্রী কল্লই সহ অন্যান্যরা টিআরকেএস প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে এই তথ্য জানিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, এই সময়ের মধ্যে তাদের বিষয়গুলো তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে বিএমএস কিংবা টিআরকেএস অবশ্যই মুখ খুলবে। কর্মচারীদের পাওনা-গণ্ডার হিসেবে তারাও যে ময়দানে নামবে তা বলাই বাহুল্য। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ভবিষ্যতে কর্মচারীরা অবসরকালীন পেনশনের সুযোগ পাবে না। তবে এই ক্ষেত্রে কর্মচারীদের অবসরের শেষ মূল বেতনের ৫০ শতাংশ পেনশন হিসেবে প্রদানের পুরোনো যে প্রথা রয়েছে তা চালু করার দাবি করলো এবার বিএমএস। রাজ্য থেকে বিভিন্ন সংগঠন এই দাবি আগেই উত্থাপন করেছিলো। ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রদেশ সভাপতি শংকর দেব, সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার দে, দেবশ্রী কল্লই সহ অন্যান্যরা টিআরকেএস প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে এই তথ্য জানিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, এই সময়ের মধ্যে তাদের বিষয়গুলো তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে বিএমএস কিংবা টিআরকেএস অবশ্যই মুখ খুলবে। কর্মচারীদের পাওনা-গণ্ডার হিসেবে তারাও যে ময়দানে নামবে তা বলাই বাহুল্য। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ

আগরতলা

মহা-লোকআদালত

২২/০১/২০২২ (শনিবার)

আগামী ২২ শে জানুয়ারি, ২০২২ ইংরেজি, শনিবার, করোনা আচরণবিধি মেনে রাজ্যের সমস্ত জেলা এবং মহকুমা আদালত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মহা লোকআদালত। এই মহা - লোকআদালতে বিচারায়ীন মোটির যান দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা/ ট্রাফিক চালান সংক্রান্ত মামলা / মীমাংসাযোগ্য ফৌজদারি মামলা / ব্যাক্ষ ঋণ সংক্রান্ত প্রাক মামলা বিরোধের বিষয়সমূহ / দূরসঞ্চার নিগমের অনাদায়ী বিল সংক্রান্ত বিরোধ/ চেক বাউন্স-এর মামলা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে।

বিঃদ্রঃ এই মহা-লোকআদালতে ন্যূনতম জরিমানার ৫০ শতাংশ অর্থ জমা দিয়ে ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তির বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করা যাবে।

মহা-লোকআদালতে রাজ্য সরকারের করোনা আচরণবিধি অনুযায়ী মাস্ক বা মুখে আচ্ছাদন পরে আসতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

জনস্বার্থে প্রচারিত
ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ
আগরতলা

ক্রমিক সংখ্যা — ৪১২												
		5	7		2	9	8	3				
		8		6		9	5					
4				8	5							
9	4	6				8	2	1	5			
		2	4	6			3	9	8			
8		3	9		1							
2			1	5					3	9		
	9					8				7		
			8	9								
1	6	9	3	1	4	7	8	5	2			
2	4	7	5	9	8	6	1	3				
5	8	3	2	6	1	4	7	9				
7	3	5	1	2	4	9	8	6				
9	2	6	7	8	3	5	4	1				
8	1	4	9	5	6	3	2	7				
3	5	8	6	7	2	1	9	4				
4	7	1	8	3	9	2	6	5				
6	9	2	4	1	5	7	3	8				

টিএমএসইউ’র ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে অমল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ৯ দফা দাবিকে সামনে রেখে পরিবহণ দফতরের অতিরিক্ত কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

এই সময়ের মধ্যে পরিবহণ শিল্পের সাথে শ্রমিকরা বিভিন্ন সমস্যায় রয়েছেন। পেশাগত দারুণ সংকটের সম্মুখীন তারা। কোভিড জনিত সংকটের সময় এই সমস্যাগুলো আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। জ্বালানি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাম উর্ধ্বমুখী। বাড়ছে মাশুল ট্যাক্স। তাছাড়া গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে যে ভূমিকায় রয়েছেন পরিবহণ শিল্পের সাথে যুক্তরা। তাদের জীবন যন্ত্রণা লাম্বব করার প্রশ্নে এই দাবি উত্থাপন করা হয়। অমল চক্রবর্তী এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে বলেন, তাদের

দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিবহণের উপর আরোপ করা সমস্ত প্রকার বর্ধিত ট্যাক্স প্রত্যাহার করা, ডিজেল-পেট্রোল-গ্যাসের উপর বসানো বিভিন্ন ট্যাক্স প্রত্যাহার, পরিবহণ বিমার মাশুল কমানো, সমস্ত পরিবহণ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনা, বেহাল সমস্ত সড়ক অবিলম্বে মেরামত করা, টিএমএসইউ’র জবর দখলকৃত অফিসগুলো ফেরত দেওয়া, পরিবহণ শ্রমিকদের উপর পুলিশি হয়রানি বন্ধ করা, পরিবহণ শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো ইত্যাদি। এইসব দাবিতেই অমল চক্রবর্তীরা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেছেন, তারা বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের স্বার্থে কথাগুলো তুলে ধরেছেন। অমল চক্রবর্তীদের দাবি বর্তমানে ভালো নৈই পরিবহণ শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকরা।

সৌজন্য সাক্ষাতে পেশাগত দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। টিআরটিসি’র নতুন এমডি হলেন রাজেশ কুমার দাস। নতুন এমডি’র সাথে দেখা করলেন টিআরটিসি’র ইপিএফ পেনশনাসরা। সুভাষ মজুমদারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল তার সাথে দেখা করে দাবিগুলো উত্থাপন করেছেন। সুভাষ মজুমদার বলেছেন, নতুন এমডি’র সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়ে তাদের দুই দফা দাবি তুলে ধরেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তারা রাজ্য সরকারের ন্যায় পেনশনের দাবি করছে সেই দাবিও উত্থাপন করা হয়। বাক্য্যো লিভ সেলারি প্রদানের দাবিও উত্থাপন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে সুভাষ মজুমদারের নেতৃত্বে এই টিআরটিসিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলন চলছেও এবার এমডি পরিবর্তনের কারণে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এদিকে নতুন এমডির সাথে দেখা করেন সমর রায়, দীপক দাস, রতন বিশ্বাস, কার্তিক গুরুদাস, রঞ্জিত দাস, সুনীতি দাস ও অজিত পাল সহ অন্যান্যরা। তারাও তাদের বিষয়গুলো তুলে ধরে নতুন এমডিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পেনশন ও লিভ সেলারি অতি শীঘ্রই প্রদান করার বিষয়টিকে নতুন এমডির কাছে তুলে ধরা হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায় এই সময়ের মধ্যে তারা যে বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এবার নতুন এমডি’র মাধ্যমে সেই বিষয়টিকেও তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে টিআরটিসিতেও বিভিন্ন সময় আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। এবার আন্দোলন ছাড়া দাবি পূরণ হয় কিনা সেটা সময়ই বলবে।

পুলিশের গাঁজা ধ্বংস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২০ জানুয়ারি।। গোপন খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার মতিনগর এলাকায় প্রচুর গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। এদিন প্রায় ৭০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। পুলিশের এত সক্রিয়তা সত্ত্বেও কিভাবে গাঁজা বাগান গড়ে উঠছে তা নিয়েও স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

কুখ্যাত পাচারকারী পুলিশের জালে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ২০ জানুয়ারি।। আন্তর্জাতিক গবাদি পশু পাচার চক্রের মোস্ট ওয়ান্টেডকে আটক করতে সক্ষম হলো পুলিশ। ধৃত মোস্ট ওয়ান্টেড অভিযুক্তের নাম শাহাব উদ্দিন ওরফে লাল।। দীর্ঘ একবছর ধরে পালিয়ে থাকার পর ইছাই টুলগাঁও এলাকা থেকে অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। বৃহস্পতিবার পুলিশ রিমান্ড চেয়ে জেলা আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। কদমতলা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,শাহাব উদ্দিন ওরফে লালার বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় নয়টি গবাদি পশু পাচারের

মামলা রয়েছে। অভিযুক্ত শাহাব উদ্দিনের বাড়ি উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন ইছাই টুলগাঁও গ্রামের চার নং ওয়ার্ডে। তার



বিরুদ্ধে ভারত-বাংলা সীমান্তের ইয়াকুবনগর এলাকায় ফেলিং কেটে গবাদি পশু পাচারের অভিযোগ ছিল দীর্ঘ দিনের।

তাছাড়া গোটা উত্তর জেলা জুড়ে গবাদি পশু পাচারের ত্রাস সৃষ্টিকারী হিসেবে পরিচিত ছিল সে। কিন্তু অভিযুক্তের বিরুদ্ধে

কদমতলা থানায় একাধিক মামলা থাকাতে সে দীর্ঘ এক বছরের অধিক সময় ধরে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। অবশেষে

বৃহবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কদমতলা থানার পুলিশ বেশ কয়েকটি মামলায় অভিযুক্ত মোস্ট ওয়ান্টেড শাহাব উদ্দিনকে তার নিজ এলাকা থেকে থেফতার করতে সক্ষম হয়। পুলিশি জেরায় প্রাথমিকভাবে ধৃত শাহাব উদ্দিন অনেক চাপ্ষল্যাকর তথ্য প্রকাশ করেছে। তাই আন্তর্জাতিক গবাদি পশু পাচার চক্রটিকে গুঁড়িয়ে দিতে ধৃত শাহাব উদ্দিনকে পুলিশি হেফাজতে আনা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছে কদমতলা থানার পুলিশ। তাই পুলিশ রিমান্ড চেয়ে বৃহস্পতিবার ধৃতকে ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।

দিনদুপুরে চুরি শহরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। শহরে বাড়ছে দিনদুপুরে চুরি। এবার চুরি হয়েছে ধলেশ্বরে সুলোচন ঘোষের বাড়িতে। এই বাড়ি থেকে ১০ ভরি সোনার গহনা-সহ ২৫ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। পূর্ব থানায় এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে এই ক্ষেত্রেও পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারে পুরোপুরি ব্যর্থ। জানা গেছে, ধলেশ্বরের কল্যাণী ওয়াটার সাপ্লাই রোডে সুলোচনের বাড়ি। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে চোররা প্রবেশ করে। আলমারির লকার ভেঙে সোনার গহনা-সহ নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। করোনার নাইট কারফিউ শুরু হতেই শহরে দুঃ সাহসিক চুরি আরও বেড়েছে। নাইট কারফিউর প্রথমদিনেই দুর্গা চৌমুহনিকে সিসি ক্যামেরার নিচের দোকানেই চুরি হয়। এখন পর্যন্ত আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত ত্রিপুরা পুলিশ সিসি ক্যামেরা দেখে চোর শনাক্ত করতে পারেনি। নাইট কারফিউ চটা থেকে শুরু হয়ে যাওয়ায় চোররা সহজেই চুরি করতে পারছে বলে অভিযোগ। এক্ষেত্রে পুলিশের পেটোলিংয়ের দুর্বলতা রয়েছে বলে শহরবাসীদের দাবি।

২২ জানুয়ারি রাজ্যে মহা লোক আদালত

গ্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি।। আগামী ২২ জানুয়ারি, ২০২২ শনিবার রাজ্যে বসছে মহা লোক আদালত। রাজ্যের সব জেলা ও মহকুমা আদালত চত্বরে এই লোক আদালত বসবে। মোট ৬৬টি বেঞ্চে ১৯,৪০৫টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এই মহা লোক আদালতে বিচার্যবীন মোটর যান দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা, ট্রাফিক চালান সংক্রান্ত মামলা, মীমাংসাবোধ্য ফৌজদারি মামলা, ব্যাঙ্ক ঋণ সংক্রান্ত প্রাক মামলা বিরোধের বিষয় সমূহ, দূরসঞ্চার নিগমের অনাদায়ী বিল সংক্রান্ত বিরোধ, চেক বাউন্সের মামলা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এই মহা লোক আদালতে ন্যূনতম জরিমানার ৫০ শতাংশ অর্থ জমা দিয়ে ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তির বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করা যাবে। তাছাড়াও মহা লোক আদালতে ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ও, ২২৬টি মামলা, এমএসিটি মামলা ২৬৮টি,ট্রাফিক চালান সংক্রান্ত ১০, ৮১৮টি মামলা, জমির বিরোধ সংক্রান্ত ৮৪ টি মামলা, দূরসঞ্চার নিগমের অনাদায়ী বিল সংক্রান্ত বিরোধের ১,৬১৩ টি মামলা, আপোশযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের ২,৭৫৭টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ১৪২টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত ৪৪০টি মামলা এবং অন্যান্য দেওয়ানি সংক্রান্ত ৫৭টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। আগামী শনিবার সকাল ১০ টায় লোক আদালতের কাজ শুরু হবে। আদালত চত্বরে করোনা অতিমারীর জন্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধি নির্দেশিকাগুলি মানা হবে। আদালতের ভেতর ও বাইরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। লোক আদালতে অংশ নিতে আসা সবার জন্যই মাস্ক পরিধান করা বাধ্যতামূলক। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে সবাইকে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

মানব কঙ্কাল উদ্ধার গভীর জঙ্গলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২০ জানুয়ারি।। সাতসকালে মানব কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাপ্ষল্যের সৃষ্টি হয়। কল্যাণপুর থানার শান্তিনগর গ্রামের সোনালুড়া এলাকায় গভীর জঙ্গলে উদ্ধারকৃত কঙ্কাল ঘিরে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমত মৃত ব্যক্তির পরিচয় কি? কঙ্কার উদ্ধারের খবর পেয়ে বাসন্তিটিলা খোকন দেবনাথের পরিবারের সদস্যরা সেখানে ছুটে আসেন। খোকন দেবনাথ গত জুন মাস থেকেই নিখোঁজ। গত ২১ জুন খোয়াই থানায় এই বিষয়ে তার পরিবারের তরফে মিসিং ডায়েরিও করা হয়েছিল। কঙ্কালের সাথে গামছা এবং গেঞ্জি উদ্ধার হয়। তা দেখেই খোকন দেবনাথের ছোট ভাই দাবি করেন গামছা এবং গেঞ্জি তার বড় ভাইয়ের। তাই পুলিশও ধরে নিয়েছে ওই কঙ্কাল নিখোঁজ ব্যক্তিরই। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে তার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে? পরিত্যক্ত সেউন বাগানে কঙ্কাল উদ্ধারের খবরে এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই প্রচুর



পড়ে ছিল। খোকন দেবনাথের ভাই এবং তার স্ত্রী দু’জনই মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। খোকনের ভাই সন্দেহ করছেন তার বৈদিকে। অপর দিকে বৌদি অভিযোগ সম্পর্কে কিছুই বলতে নারাজ। তার কথা অনুযায়ী পুলিশ তদন্ত করলেই

মৃত্যুর রহস্য উন্মোচিত হওয়া সম্ভব। খোকন দেবনাথের ভাই এও জানান, তিনি নাকি কখনও গাছে উঠেন নি। অর্থাৎ তার ভাই গাছে উঠতে জানেন না। তাহলে ৪০ হাত উপরে গাছে উঠলেন কিভাবে? তিনি যদি গাছে না উঠেন তাহলে আত্মঘাতী হলেন কিভাবে? খোকন দেবনাথের ভাই ঘটনটিকে খুন বলে সন্দেহ করছেন। অর্থাৎ তার ভাইকে হয়তো কেউ হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। পুলিশ ঘটনা নিয়ে এখনই বেশি কিছু বলতে নারাজ। তারা জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত কঙ্কালের পরিচয় মিলেছে। এখন তদন্ত করলেই বোঝা যাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি খুন। খোকন দেবনাথ পেশায় একজন কৃষক। তার দুই ছেলের মধ্যে একজন বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করার সুবাদে চোমাইয়ে থাকেন। অপর ছেলে কল্যাণপুরে বেকারিতে কাজ করেন। পুলিশ এখন ঘটনাটির কি তদন্ত করে সেদিকেই তাকিয়ে সবাই।

অবৈধ কাঠের হোম ডেলিভারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জানুয়ারি।। বন দস্যুদের দৌলতে এখন কাঠেরও হোম ডেলিভারি চলছে। দীর্ঘদিন



ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় বন দস্যুদের দাপট চলছে। বন দস্যুরা জঙ্গল ধ্বংস করে মুনাফা লুটছে।

করে চেরাই কাঠ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু বন কর্মীরা সেই সব অবৈধ কাঠের হোম ডেলিভারি দেওয়া

লোকজনের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। মাঝে মধ্যে তাদেরকে রাস্তায় আটকে বাইসাইকেল এবং কাঠ রেখে দেওয়া হয়। তবে কাঠ বহনকারীদের বিরুদ্ধে কখনই ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। সেই কারণে প্রতিদিন কাঠের হোম ডেলিভারি চলছেই। এতে করে বন দস্যুদেরই দাপট বাড়ছে বলে স্থানীয়দের অভিমত। সকাল কিংবা সন্ধ্যার কোন বালাই নেই। কাঠ পাচারের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। দিনের পর দিন চেরাই করা কাঠ বাইসাইকেলে চাপিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অভিযোগ, সেই সব অবৈধ কাঠ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বন কর্মীদেরও মুনাফা হয়। সেই কারণেই তারা বন দস্যুদের বিরুদ্ধে সব সময় এতটা উদারতা দেখিয়ে দেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: 17/EE/PWD(R&B)/STB/2021-22 DATED, 13-01-2022 The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the "Governor of Tripura" percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD upto 3.00 P.M. on 02-02-2022 for the following works:- 1) Construction of GCI Sheet roofing Cover -19 Paediatric Ward on second floor roof with truss at South District Hospital , Santirbazar, South Tripura / SH: steel works, roofing works ceiling works , brick works, plastering, painting, etc. Estimated Cost:- Rs. 42,84,043.00 <div>Sd/- Illegible (Er. Tapas Marak) Executive Engineer, PWD(R&B) Santirbazar Division, Santirbazar South Tripura</div>	
ICA-C-3434-22	

“SHORT NOTICE INVITING QUOTATION” Sealed quotations are invited by the Medical superintendent , IGM Hospital, Agartala, from the interested bidders (bonafide manufacturers/authorized distributors or suppliers) , for supply of some medicines, for use in DCH (Dedicated Covid Hospital) , IGM Hospital. Agartala . Detailed informations alongwith tender paper may be collected from the office of the undersigned on or before 27/01/2022 upto 4.30 P.M. and last date of bid submission is 28/01/2022 upto 4.30 P.M. & quotation will be opened on 29/01/2022 at 1.30 P.M. or on next working day at 12 noon, if possible & interested bidders may remain present at the time of bid opening session . <div>Sd/- Illegible Medical Superintendent IGM Hospital, Agartala</div>	
ICA-C-3421-22	

PNlet No: 42/EE/CCD/PWD/2021-22, Dated. 18/01/2022 The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(R&B), Kunjaban, Agartala, West Tripura hereby invites e-Tender on behalf of the "Governor of Tripura" from the appropriate registered owner of the commercial vehicle Maruti OMNI / EECO of model not older than 2018, up to 3.00 P.M. on 03/02/2022 for the following work. Maintenance of Govt. residential building during the year 2021-22 / SH: Repair / Maintenance of Type Quarters (Total 176 Nos. Qtr.) at Malanchaniwas Govt. Qtr. Complex, Agartala / Hiring of Vehicle 1(one) Maruti (OMN / EECO) Van not before manufacturing year-2018, in good working condition, by the fuel (CNG) with commercial registration of the vehicle along with 1(one) driver for the use of Assistant Engineer, Central-I Sub-Division, PWD(R&B), Kunjaban, Agartala during the year 2022-23. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in . Any subsequent corrigendum will be available in the website only. <div>DNlet No: 36/DNI/EE/CCD/PWD/2021-22 Estimated Cost: Rs. 2,76,000.00, Earnest Money: Rs. 2,760.00 and Time for completion: 365 days <div>Sd/- Illegible (MANIK DEBNATH) Executive Engineer Capital Complex Division, PWD(R&B), Kunjaban Extensio, Agartala, Tripura(W)</div></div>	
ICA-C-3427-22	

মামলা তুলে নেওয়ার জন্য স্ত্রীর উপর আক্রমণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ২০ জানুয়ারি।। মামলা তুলে নেওয়ার জন্য স্ত্রীর উপর আক্রমণের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। নির্ঘাতিতা স্ত্রী বৃহস্পতিবার কমলপুরে সংবাদমাধ্যমের সামনে এমনটাই অভিযোগ করেছেন। ২০০৯ সালের ১৩ জুলাই কমলপুরের ওই মহিলার বিয়ে হয়েছিল সিআরপিএফ এ কর্মরত যুবকের সাথে। প্রথম দিকে তাদের সংসার ভালই চলছিল। ২০১৬ সালে তাদের ছেলের জন্ম হয়। এর পরই নাকি মহিলার স্বামী উদয়পুর মহারানির এক যুবতীর সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এ নিয়েই সংসারে অশান্তি শুরু হয়। ২০১৯ সালে প্রথমা স্ত্রীকে রেখেই দ্বিতীয় বিয়ে করেন ওই যুবক। এমনকী দ্বিতীয় স্ত্রীকেও বাড়িতে নিয়ে আসে। এরপর প্রথমা স্ত্রীকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অসহায় প্রথমা স্ত্রী আশ্রয় নেন বাপের বাড়িতে। তিনি জানান, ছেলের নথিপত্র নিতে আসলে স্বামীর পুনরায় তাকে মারধর করে। এমনকী তাকে পুড়িয়ে মারারও চেষ্টা করা হয়েছিল। তাই তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে অমরপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। নির্ঘাতিতার অভিযোগ, এখন তাকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। গত ১৭ জানুয়ারি আদালতে তার সেই মামলার শুনানি ছিল। ওইদিন বিকেলে তিনি ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তার স্বামী রাস্তায় আটকায়। সেখানেই ছেলে এবং স্ত্রীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকী মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। এরপরও নির্ঘাতিতা কমলপুর থানায় এসে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। মহিলা চাইছেন তার স্বামীর যথাযথ শাস্তি হোক।

অগ্নিতে রক্ষা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ জানুয়ারি।। যাত্রীবাহী অটো দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় অগ্নি সংযোগের ঘটনায় চাপ্ষল্য ছড়ায় বিশালগড় মোটরস্ট্যাডে। বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ এই ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী চলন্ত গাড়িতে যদি অগ্নিসংযোগ হতো তাহলে বড়সড় বিপত্তি ঘটে যেত। টিআর০৭২৯৬নম্বরের যাত্রীবাহী অটো বিশালগড় মোটরস্ট্যাডে দাঁড়িয়েছিল। যাত্রী উঠার জন্য অপেক্ষা করছিলেন চালক। তখনই হঠাৎ অটোর ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে অন্য চালকরা চিৎকার জুড়ে দেন। তাদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। পরে দমকল বাহিনীও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তবে কি কারণে অটোতে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়নি। মোটরস্ট্যাডে এ নিয়ে কিছুটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

গায়ে আগুন লাগিয়ে

আত্মহত্যার

চেষ্টা যুবকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২০ জানুয়ারি।। পারিবারিক কলহের জেরে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের। বিলোনিয়ার নন্দীপাড়া এলাকায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপ্ষল্যের সৃষ্টি হয়। বিলোনিয়া পুর পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ড নন্দীপাড়ার সুভাষ রায় বর্মণ এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। তাকে প্রথমে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। তবে ঘটনার পর সুভাষের স্ত্রী তাদের একমাত্র কন্যাসন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলে এলাকাবাসী বাধা দেয়। এ নিয়ে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে সুভাষ রায় বর্মণের স্ত্রী বাড়িতেই আছেন। তিনি জানিয়েছেন, কোন একটি বিষয় নিয়ে স্বামীর সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। এরপরই তার স্বামী গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন। ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয়দের মধ্যে ইচ্ছাই পড়ে যায়। প্রতিবেশীদের সহায়তায় সুভাষ রায় বর্মণকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

দাবি আদায়, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারের রাস্তা অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ জানুয়ারি।। দুই মাস ধরে প্রতারণিত হয়ে আসা নিজেদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথ অবরোধে বসে এক কৃষক পরিবার। ঘটনা মধুপুর থানাধীন কোনাবন সীতাখলা ওএনজিসি মেন গেটে সংলগ্ন স্থানে। সেখানে বীশ বৈধে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে পথ অবরোধে বসে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কোনাবন সীতাখলা এলাকার কৃষক প্রদীপ পাল তিন হেক্টর জায়গা জুড়ে সবজি চাষ করে। তার কৃষিজমির পাশে ওএনজিসি কোম্পানির গ্যাস উত্তোলনের পয়েন্ট বসানো হয়। তাতে টিলাভূমির মাটি কাটার ফলে প্রদীপ পালের সবজি ক্ষেত সম্পূর্ণ বালিকণার নিচে চলে যায়। এর ফলে প্রদীপ পালের তিন থেকে চার লক্ষ টাকার সবজির ফসল নষ্ট হয়েছে বলে হতভাগা কৃষক জানিয়েছে। এ বিষয়ে কৃষক প্রদীপ পাল ওএনজিসি কোম্পানিকে অবগত করলে কিছুদিনের মধ্যে

ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবে বলে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু ওএনজিসি ড্রিলিং সাইটের কাজ শেষ করে নিলেও ওই কৃষকের ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দুই মাস যাবত তাদের পিছু পিছু ঘুরেও কৃষকের



কাজের কাজ কিছু হয়নি। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় ওএনজিসি মেন গেটে পথ অবরোধে বসে। কৃষক প্রদীপ পাল ও তার পরিবার জানান, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে না দেওয়া হবে

ততক্ষণ পর্যন্ত ওএনজিসি কোম্পানির কোন গাড়িকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেবেনা। প্রদীপ পাল জানান, তাদের সবজি ফসল নষ্ট হওয়ার ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন।

কোয়ার্টারে মহিলা রেল কর্মীর দক্ষ মৃতদেহ



পরও তিনি দরজা খুলেননি। পরে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যায় তার দক্ষ মৃতদেহ মোহোতে পড়ে আছে। এদিন দুপুরে তার রেলস্টেশনে আসার কথা ছিল। এখনও স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না রেলানদৌর মৃত্যু কখন হয়েছে। পুলিশের কথা অনুযায়ী ঘরে কেরোসিনের ড্রাম দেখা গেছে। তাই অনেকে আবার আশঙ্কা করছেন হয়তো তিনি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছেন। এখন পুলিশ সঠিকভাবে তদন্ত করলেই মৃত্যুর কারণ জানা যেতে পারে। রেল পুলিশের কথা অনুযায়ী কোয়ার্টারে তিনি একাই থাকতেন। পরবর্তী সময় তার মোবাইল ফোনের সাহায্যে একজন আত্মীয়কে ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়। শুক্রবার তার মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা। মহিলা রেল কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় চাপ্ষল্যের সৃষ্টি হয়।

ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন ২১ জানুয়ারি, ২০২২, সময় - সকাল ১১টা ৩০ মিনিট রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, হল নং -১		
পূর্ণরাজ্য দিবস সম্মাননা		
নাগরিক পুরস্কার :		
পুরস্কারের নাম	পুরস্কার প্রাপকের নাম	ক্ষেত্র
ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান	ডা. প্রতাপ সান্যাল	স্বাস্থ্য পরিষেবা
ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান	শ্রীমতি হেলেন দেববর্মী	সামাজিক-স্বাস্থ্য
শ্রীমান দেববর্মণ স্মৃতি সম্মান	শ্রী সুবিমল ভট্টাচার্য	গীতিকার
মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্মৃতি সম্মান	শ্রীমতি দীপালি দেববর্মী	জনজাতি মহিলাদের আর্থনির্ভর করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য
বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য পুরস্কার	শ্রীমতি তানিয়া সাহা, আশার আলো স্বসহায়ক দলের সদস্য	পরিবেশ বান্ধব এলইডি বাথ উদ্ভাবনের জন্য
পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার :		
পুরস্কারের নাম	পুরস্কার প্রাপকের নাম	ক্ষেত্র
সুনাগরিক পুরস্কার	শ্রীমতি অন্তরা নাহা	সামাজিক কার্যক্রম
বেস্ট স্টার্ট-আপ এন্টারপ্রেনার পুরস্কার	আহরণ এড্‌স্মার্ট প্রাইভেট লিমিটেড	স্টার্ট-আপ এন্টারপ্রেনার
কৃষি/উদ্যান	শ্রী বিক্রমজিৎ চাকমা	উদ্যান পালন (কুল চাষ)
মৎস্য	শ্রী রাজশেখর দাস	উন্নত প্রণায় মৎস্য চাষ
প্রাণী পালন	শ্রী মৃণালকান্তি দাস	শুকর পালন
থাম্পন শিল্প/(হস্তশিল্প ও হস্তকার শিল্প, মৌমাছি পালন)	শ্রীমতি রীমা দেববর্মী	হস্তকার
শিল্প উদ্যোগী	মেসার্স আনন্দ স্পাইসেস ইন্ডাস্ট্রি	শিল্প উদ্যোগী
বেস্ট মোবাইল অ্যাপ পুরস্কার	টেকেন অনলাইন লার্নিং সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড	কর্ম বিনিয়োগ ক্ষেত্র
শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি পুরস্কার	দলদলি ল্যাম্পস লিমিটেড	জীবন জীবিকা
শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ পুরস্কার	শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য	শিক্ষা
ICA-D-1675-22		
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ত্রিপুরা সরকার		

জানা অজানা

পদার্থের নতুন অবস্থা

প্রায় দুই দশক আগে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছিলেন চারটি ইলেকট্রনও একসঙ্গে জোট বাঁধতে পারে। ব্যাপারটি এত দিনে ধারণাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে সম্প্রতি এর প্রমাণ মিলেছে গবেষণাগারে। জার্মানি, সুইডেন ও জাপানের একদল পদার্থবিজ্ঞানী জানান, ইলেকট্রনের এই কোয়ান্টাপলোট পদার্থের সম্পূর্ণ নতুন একটি অবস্থাকে নির্দেশ করে, যা পদার্থবিজ্ঞানে সম্ভাবনার নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করবে। পরমাণুতে যুগলবন্দি ইলেকট্রন সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। যেখানে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন একসঙ্গে থাকে এবং বিপরীত স্পিনবিশিষ্ট হয়। অন্যদিকে ইলেকট্রনের কোয়ান্টাপলেটের বেলায় দুটি নয়; বরং চারটি ইলেকট্রন একসঙ্গে থাকতে পারে। এটা মূলত একটি ফার্মিওনিক চতুষ্টয় (কোয়ান্টাপলোট)। যেখান থেকে গঠন, প্রকৃতি ও ইলেকট্রনগুলো একটি অপরটির সঙ্গে কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করছে, সে সম্পর্কে জানা যায়। বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রন চতুষ্টয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেও এটা কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে এখনো জানানো না। তাই এটা নিয়ে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। অতিপরিবাহীর ক্ষেত্রে এর গঠনের জন্য প্রয়োজন জোড়া ইলেকট্রন, যাকে কুপার পোয়ার ডাকা হয়। ইলেকট্রনের কোয়ান্টাপলেটের আচরণ অনেকটাই এই কুপার পোয়ারের মতো। সুইডেনের কেটিএইচ রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী এবং এই নতুন গবেষণার প্রবীণ গবেষক এগোার বাবায়েভ বলেন, ‘এই অবস্থা পুরোপুরি বুঝতে সম্ভবত অনেক বছর গবেষণা করতে হবে।’ উল্লেখ্য, বাবায়েভ ২০০৪ সালে প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ইলেকট্রনের এই অবস্থা সম্পর্কে। ইলেকট্রনের কোয়ান্টাপলিং ঘটার জন্য সাধারণ অতিপরিবাহী অবস্থায় কোনো রকম বাধা ছাড়াই কশাপুলোর জোড় বাঁধা ও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হওয়া দরকার। যেটা আদৌ সম্ভব কি না, সেটা নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন না বিজ্ঞানীরা। বাবায়েভ ও তাঁর সহকর্মীরা এই গবেষণার জন্য লোহাভিত্তিক একটি অতিপরিবাহী বেছে নেন, যার রাসায়নিক সংকেত,

Ba1xKxFe2As2। অস্বাভাবিক আচরণের জন্য এই অতিপরিবাহী বিজ্ঞানীদের কাছে বেশ পরিচিত ছিল। বৈদ্যুতিক রোধ ও বিভিন্ন তাপমাত্রায় পদার্থটির বিভিন্ন ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করেছিলেন তাঁরা। এতে সময়-বৈপরীত্য প্রতিসাম্যে ভেঙে যাওয়ার প্রমাণ মেলে। এটা পদার্থবিজ্ঞানের এমন একটি ধারণা, যেখানে সময়ের ঋণাত্মক মান পাওয়া সম্ভব, যা একই ঘটনাকে পেছন দিকে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং কোনো গতিকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। বাবায়েভ বলেন, ‘আমরা যে চার-ফার্মিয়ন ঘনীভবন নিয়ে কাজ করছি, সেটিকে সময়ের রদবদল অন্য একটি অবস্থায় নিয়ে যায়।’ একসঙ্গে নেওয়া পরীক্ষা থেকে রেকর্ড করা পরিমাপগুলো অতিপরিবাহিতা হিসেবে দূরপাল্লার ক্রমের দিকে ইঙ্গিত করে ইলেকট্রনের একটি জোড়ার মধ্যে নয়, বরং দুটি জোড়ার মধ্যে। আর এটাই ফার্মিওনিক চতুষ্টুজ ও পদার্থের একটি নতুন অবস্থা। বর্তমানে কোয়ান্টাম কম্পিউটার থেকে শুরু করে এমআরআই স্ক্যানার সব জায়গায় অতিপরিবাহিতা ব্যবহৃত হয়। এখন নতুন এই ফার্মিয়নিক চতুষ্টয় অবস্থা এসব ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখতে পারে, সেটি দেখতে হবে গবেষণার মাধ্যমে। বর্তমানে এই অবস্থাকে বলা হচ্ছে, বিটিআরএস বা ব্রোকেন আইম-রিভার্সাল সিমেট্রি কোয়ান্টিক ধাতু পর্যায়। এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক অনেক গবেষণাই অতিপরিবাহীর দিকে অনেক বেশি ইঙ্গিত করে, যেগুলোর কোনো প্রতিসাম্য বা স্থিতিশীলতা নেই, যেটা বৈশিষ্ট্য হিসেবে থাকবে বলে গবেষকরা ধরে নিয়েছিলেন। তবে অনেক গবেষক মনে করেন, এ রকম বৈশিষ্ট্যযুক্ত অবস্থা খুঁজে পাওয়া অসম্ভবও নয়। বাবায়েভ বলেন, ‘পরিম্পত্তগুলো আরও অনেক নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যা জটীল প্রজেক্টে, টেকনিক্সের এবং অল্ট্রাসাউন্ডের সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া—সম্পর্কিত আরও বেশ কয়েকটি অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এগুলো এখন আমাদের আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে।’ এসংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি ১৮ অক্টোবর নেচার ফিজিক্স জার্নালে প্রকাশিত হয়।

রতন টাটার ভাই জিমি টাটা.. কোটিপতি হয়েও থাকেন মধ্যবিত্তের মতোই



রতন টাটাকে প্রায় সকলেই চেনেন। কিন্তু তাঁর ছোট ভাই জিমি টাটাকে চেনেন? টাটা-র মতো বিশ্বের অন্যতম ধনী পরিবারের ছোট ছেলে তিনি। তা সত্ত্বেও অতি সাধারণ জীবনযাপন তাঁর। মুম্বইয়ের কোলাবায় একটি সাধারণ ২ কামরার ফ্ল্যাটে থাকেন জিমি টাটা। সম্প্রতি শিল্পপতি হর্ষ গোয়েঙ্কা একটি টুইটে টাটা পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তানের এই কাহিনী তুলে ধরেন। টাটা সপ্ন এবং অন্যায় টাটা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার তিনি। উত্তরাধিকারে টাটা পরিবারের অনেক সম্পত্তিও পেয়েছেন। তবে সত্যি বলতে জিমি

কখনই বাবসায় আগ্রহী ছিলেন না। রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁর এখনও একটা মোবাইল ফোনও নেই। তবে খেলাধুলায় বেশ আগ্রহ তাঁর। “দুর্দান্ত স্কোয়াশ প্লেয়ার তিনি। আমাকে প্রতিবার হারিয়ে দিতেন,” জানালেন হর্ষ গোয়েঙ্কা। সমগ্র টাটা গোষ্ঠীর “লো প্রোফাইল” পথ চলার ভাবনা কারও অজানা নয়। আর তার সূত্রপাত টাটা পরিবারের অন্দর থেকেই। আর সেই কারণেই হয় তো কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েও একজন মধ্যবিত্তের মতোই থাকেন তাঁরা। ব্যতিক্রম নন জিমি টাটাও।

অরুণাচল থেকে বালককে ‘অপহরণ’ চিনা সেনার! মোদি কেন নীরব, কটাক্ষ রাখলেন

ইটানগর, ২০ জানুয়ারি।। অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং জেলার একটি গ্রাম থেকে ১৭ বছরের এক বালককে অপহরণের অভিযোগে উঠল চিনা সেনার বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ করেছেন সে রাজ্যের বিজেপি সাংসদ তাপির গাঁও। মিরাম তারোন নামে ওই বালককে মদ্রলবার অপহরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এই খবর জানিয়ে একটি টুইটও করেছেন তিনি। সংবাদ সংস্থাকে সাংসদ জানিয়েছেন, মিরামকে চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) অপহরণ করলেও তার এক বন্ধু পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তাপির অভিযোগ, জিভো গ্রামের ওই দু’জন স্থানীয় শিকারিকে অরুণাচল প্রদেশের সাংপো নদীর তীর থেকে আটক করে চিনা সেনা। অসমের ব্রহ্মপুত্র নদীকেই



অপহত যুবক

অরুণাচলে সিয়াং-এ সাংপো বলা হয়। ভারতের ভিতর ওই এলাকাতেই চিন ২০১৮ সালে তিন থেকে চার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করে। সাংসদ তাঁর টুইটে দুই বালকের ছবি দিয়ে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ভারত সরকারের কাছে ওই বালকের দ্রুত মুক্তির আবেদনও

জানিয়েছেন। সাংসদ তাপির গাঁও জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে জানিয়েছেন। যাতে দ্রুত বালকটির মুক্তির ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য আবেদন করেছেন। এই ঘটনাটি নিয়ে টুইট করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, ‘সাধারণতন্ত্র বিবসের মাত্র কয়েক দিন আগে এক বালককে অপহরণ করল চিন। ভারতের ভবিষ্যৎ মিরাম তারোনের পাশে আছি। আমরা আশা ছাড়াছি না।’ আরও লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নীরব। তিনি এই সব বিষয়ে গুরুত্ব দেন না।’ ২০২০ সালে সেক্টেশ্বরের ও চিনা সেনা অরুণাচল প্রদেশ থেকে পাঁচ জনকে অপহরণ করে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আটক রাখার পর তাঁদের মুক্তি দেয় তারা।

অনূর্ধ্ব ১৮-র চিকিৎসায় নয়া নির্দেশিকা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি।। অ্যান্টি ভাইরাল বা মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দেওয়া যাবে না অনূর্ধ্ব ১৮-দের। বাদ দেওয়া হয়েছে রেমডেসিভির। নয়া নির্দেশিকা জরি করে জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। এ ছাড়া অনূর্ধ্ব আঠারোদের করোনার কী কী উপসর্গ দেখা যেতে পারে, তা-ও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকায়। সেখানে বলা হয়েছে, এই বয়সিদের জ্বর, সর্দি-কাশি, গলা ব্যথা, শ্বীরে বাথা, দুর্বলতা, ডায়েরিয়ার মতো একাধিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকায় শিশুদের শারীরিক অবস্থাকে উপসর্গের প্রকৃতি অনুযায়ী উপসর্গহীন, মৃদু, মাঝারি ও প্রবল এই চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। উপসর্গহীন ও মৃদু উপসর্গের ক্ষেত্রে বাড়িতে বা কোভিড কেয়ার সেন্টারে বাচ্চাকে রাখা যাবে। তবে দেহের তাপমাত্রা ও রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ নিয়মিত মেপে যেতে হবে। মাঝারি ও প্রবল উপসর্গের ক্ষেত্রে কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করানো আবশ্যিক। নয়া নির্দেশিকা প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের শিশুদের কোভিড চিকিৎসক দলের সদস্য মিহির সরকার বলেন, “এ বারের নির্দেশিকায় যোগ হয়েছে পোস্ট কোভিড কেয়ার।

স্টেরয়েড ব্যবহার নিয়ে বিশেষ নির্দেশ পালন করতে বলা হয়েছে। ১২ বছরের উপরে শিশুদের শারীরিক অবস্থা বুঝে রেমডেসিভির ব্যবহার করতেন চিকিৎসকেরা। এবার তা পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শিশুর অ্যান্টিবডির পরিমাণ দেখে চিকিৎসা শুরু না করার কথাও স্পষ্ট বলা আছে নির্দেশিকায়। শিশু ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত কি না তা দেখে নিতে বলা হয়েছে।’ নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, পাঁচ বছরের কম বয়স হলে শিশুর মাস্ক ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। ছয় থেকে ১১ বছর বয়স্কদের প্রয়োজনমাক্ষিক মাস্ক পরানো যেতে পারে। তবে খোয়াল রাখতে হবে যাতে তাঁদের শারীরিক সমস্যা না হয়। ১২ বছর ও তার ঊর্ধ্ব বাচ্চারা প্রাপ্তবয়স্কদের মতোই সব সময় মাস্ক ব্যবহার করবে। পাশাপাশি সাধারণ কোভিড বিধি, যেমন বার বার হাত ধোয়া ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এ সব মেনে চলতে হবে। এই বয়সিদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন না হলে স্টেরয়েড ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একান্তই যদি স্টেরয়েড ব্যবহার করতে হয়, তা হলে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

‘দেশবিরোধী খবর প্রচার করলেই.. ইউটিউব চ্যানেল ব্লক করব’

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি।। দেশবিরোধী খবর প্রচারের অভিযোগে আগেই অন্তত দুটি ওয়েবসাইট ও অন্তত ২০টি ইউটিউব চ্যানেলকে ব্লক করে দিয়েছিল কেন্দ্র। ওই চ্যানেলগুলির বিরুদ্ধে ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগও ছিল। বুধবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর হুমকির সুরে বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করলে আগামীদিনেও সরকার একই কাজ করবে। অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, ‘আমি আগেই এই সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কড়া হওয়ার বার্তা দিয়েছিলাম। আমি খুশি বিশ্বের একাধিক দেশ এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছে। ইউটিউবও এই বিষয়ে যথেষ্ট কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে।

পানাজি’র টিকিট পাননি ক্ষুব্ধ পরিকরের ছেলে

পানাজি, ২০ জানুয়ারি।। বাবার কেন্দ্রে টিকিট দেয়নি বিজেপি। ছেলে অনড় পানাজির টিকিট নিয়ে। তিনি জানিয়েছেন শীঘ্রই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করবেন। আজই গোয়া বিধানসভা ভোটের প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। তাতে ৩৪ জনের নাম রয়েছে। হাইডোল্ডেজ কেন্দ্র পানাজির টিকিট মনোহর পরিকরের ছেলের পরিবর্তে সেই আসনে টিকিট দেওয়া হয়েছে আটানাসিও বাবুস মনসেরাতেকে। তাঁর স্ত্রীকেও টিকিট দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৪ সাল থেকে এই কেন্দ্রটি জিতে এসেছিলেন মনোহর পরিকর। সেকারশেই বাবার কেন্দ্রে টিকিট চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিজেপি পরিকরের ছেলেকে এই কেন্দ্রে টিকিট দেয়নি। তাতে যে উৎপল পরিকর রীতিমত ক্ষুব্ধ তা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। প্রথম তালিকাতেই ৩৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে পানাজি কেন্দ্রে পরিকরের ছেলেকে টিকিট দেওয়া হয়নি। অথচ পাটির কাছে এই আসনের টিকিটই চেয়েছিলেন উৎপল। কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে আসা মনসেরাতেকে সেই জায়গায় টিকিট দেওয়া হয়েছে পানাজির। গোয়া বিজেপির দায়িত্বে থাকা দেবেন্দ্র ফডুনবীশ জানিয়েছেন, উৎপলকে বিকল্প আসনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে তিনি রাজি হননি। এদিকে উৎপল দাবি করেছেন পাটি টিকিট না দিয়ে তিন পানাজি থেকেই ভোট লড়তে চান এবং লড়বেন। খুব শীঘ্রই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করবেন বলে জানিয়েছেন। উৎপল পরিকরের বক্তব্যেই স্পষ্ট যে, তিনি পাটির প্রতি ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ এবং ভোটের মুখে উৎপল পরিকরের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। এমনিভেই গোয়া বিজেপিতে বিদ্রোহ বাড়ছে। সম্ভ্রতি দল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন মাইকেল লোবো। তিনি দক্ষিণ গোয়ার প্রভাবশালী নেতা। প্রকাশ্যেই দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগারে দিয়েছেন। তার মধ্যে যদি মনোহর পরিকরের ছেলে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন বিজেপির বিরুদ্ধে তাহলে ভোট ব্যাঙ্কে গাঙ্কা আসবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিজেপির আরও চাপ বাড়বে।

পানাজি’র টিকিট পাননি ক্ষুব্ধ পরিকরের ছেলে

পানাজি, ২০ জানুয়ারি।। বাবার কেন্দ্রে টিকিট দেয়নি বিজেপি। ছেলে অনড় পানাজির টিকিট নিয়ে। তিনি জানিয়েছেন শীঘ্রই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করবেন। আজই গোয়া বিধানসভা ভোটের প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। তাতে ৩৪ জনের নাম রয়েছে। হাইডোল্ডেজ কেন্দ্র পানাজির টিকিট মনোহর পরিকরের ছেলের পরিবর্তে সেই আসনে টিকিট দেওয়া হয়েছে আটানাসিও বাবুস মনসেরাতেকে। তাঁর স্ত্রীকেও টিকিট দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৪ সাল থেকে এই কেন্দ্রটি জিতে এসেছিলেন মনোহর পরিকর। সেকারশেই বাবার কেন্দ্রে টিকিট চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিজেপি পরিকরের ছেলেকে এই কেন্দ্রে টিকিট দেয়নি। তাতে যে উৎপল পরিকর রীতিমত ক্ষুব্ধ তা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। প্রথম তালিকাতেই ৩৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে পানাজি কেন্দ্রে পরিকরের ছেলেকে টিকিট দেওয়া হয়নি। অথচ পাটির কাছে এই আসনের টিকিটই চেয়েছিলেন উৎপল। কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে আসা মনসেরাতেকে সেই জায়গায় টিকিট দেওয়া হয়েছে পানাজির। গোয়া বিজেপির দায়িত্বে থাকা দেবেন্দ্র ফডুনবীশ জানিয়েছেন, উৎপলকে বিকল্প আসনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে তিনি রাজি হননি। এদিকে উৎপল দাবি করেছেন পাটি টিকিট না দিয়ে তিন পানাজি থেকেই ভোট লড়তে চান এবং লড়বেন। খুব শীঘ্রই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করবেন বলে জানিয়েছেন। উৎপল পরিকরের বক্তব্যেই স্পষ্ট যে, তিনি পাটির প্রতি ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ এবং ভোটের মুখে উৎপল পরিকরের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। এমনিভেই গোয়া বিজেপিতে বিদ্রোহ বাড়ছে। সম্ভ্রতি দল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন মাইকেল লোবো। তিনি দক্ষিণ গোয়ার প্রভাবশালী নেতা। প্রকাশ্যেই দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগারে দিয়েছেন। তার মধ্যে যদি মনোহর পরিকরের ছেলে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন বিজেপির বিরুদ্ধে তাহলে ভোট ব্যাঙ্কে গাঙ্কা আসবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিজেপির আরও চাপ বাড়বে।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

লাইফ স্টাইল

শিশুদের শরীর ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে কেন?

যত দিন যাচ্ছে, ক্রমশ ছোট হচ্ছে সদ্যোজাতদের শরীর। এমনই বলছে হালের পরিসংখ্যান। এর স্পষ্ট কারণ এখনও খুঁজে পাননি চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীরা। কিন্তু কয়েকটি কারণ আন্দাজ করেছেন তাঁরা। সেগুলি চিন্তা বাড়িয়েছে সকলের। বিষয়টি প্রথম টের পাওয়া গিয়েছে কানাডায়। ২০০০ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সদ্যোজাতদের ওজন নিয়ে একটি সমীক্ষা চালান বিজ্ঞানীরা। প্রায় ৬০ লক্ষ শিশুর জন্মের সময়ে



ওজন মেপে তার তালিকা বানানো হয়েছে। দেখা গিয়েছে, এই ১৬-১৭ বছরে সদ্যোজাতদের গড় ওজন

প্রায় ৭.৫ গ্রাম কমে গিয়েছে। পাশাপাশি গর্ভে এই শিশুদের থাকার সময় আবার কিছুটা বেড়েছে। তাতেও অবাক

বিধানসভা ক্ষেত্রে তাড়া খেয়ে ফিরলেন বিজেপি বিধায়ক!

লখনউ, ২০ জানুয়ারি।। নিজের বিধানসভা ক্ষেত্রে নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে তাড়া খেয়ে ফিরতে হল বিজেপি বিধায়ককে। উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের ঘটনা। খাটাউলির বিজেপি বিধায়ক বিক্রম সিংহ সৈনী বুধবার একটি সভা করতে গিয়েছিলেন তাঁর বিধানসভা ক্ষেত্রের মনকবরপুর গ্রামে। বিধায়ক পৌঁছতেই গ্রামবাসীদের ক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়ে তাঁর উপর। বিধায়ককে দেখা মাত্রই তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন গ্রামবাসীরা। আশা ছাড়াছি না।’ আরও লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নীরব। তিনি এই সব বিষয়ে গুরুত্ব দেন না।’ ২০২০ সালে সেক্টেশ্বরের ও চিনা সেনা অরুণাচল প্রদেশ থেকে পাঁচ জনকে অপহরণ করে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আটক রাখার পর তাঁদের মুক্তি দেয় তারা।



কন্যাকুমারীর এক কোভিড কেয়ার সেন্টারে পজিটিভ রোগীরা যোগচ্চায় মগ্ন।

সাম্প্রদায়িক অশান্তির জেরে গ্রাম-ছাড়া!

ভোপাল, ২০ জানুয়ারি।। পূর্ব পুরুষের ভিটে-মাটি ফেলে একের পর এক হিন্দু পরিবার গ্রাম ছাড়ছে। মধ্যপ্রদেশের রথলাম জেলার একটি গ্রামে এমন ঘটনা বেশ কিছুদিন ধরে চললেও সম্প্রতি নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে বিবৃতি দিয়েছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। সমস্যার শাস্তিপূর্ণ সমাধানে একটি কমিটি গড়া হয়েছে। কিন্তু কেন নিজেদের গ্রাম ছাড়ছেন হিন্দুরা? রথলাম জেলার সুরানা গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিযোগ, গ্রামের অপর সম্প্রদায়ের লাগাতার অত্যাচারের কারণেই তারা ভিটে-মাটি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। প্রতিনিয়ত তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন তাঁরা। ইতিমধ্যে এই বিরোধে রথলামের পুলিশ প্রধানের কাছে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুলিশ কোনওরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বাধ্য হয়ে তারা পূর্ব পুরুষের খেত-খামার, জমি, বাড়ি ফেলে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে গ্রাম ছাড়ছেন। সুরানার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

গোরক্ষপুরে যোগীর বিরুদ্ধে লড়বেন চন্দ্রশেখর আজাদ



লখনউ, ২০ জানুয়ারি।। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে গোরক্ষপুর (শহর) প্রার্থী হচ্ছেন দলিত নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ রাবণ। সূত্রের খবর, আজাদ সমাজ পার্টির প্রধান চন্দ্রশেখরকে ওই আসনে সমর্থন জানাতে পারে কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার চন্দ্রশেখরের দলের তরফে জানানো হয়েছে, যোগীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছেন তিনি। অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত একক শক্তিতে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৩৪ বছরের দলিত নেতা। তবে বুধবার তিনি জানান, কিছু আসনে সমঝোতার বিষয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা চলছে। চন্দ্রশেখরের গড়া সামাজিক সংগঠন ভীম আর্মি গত কয়েক বছরে বিভিন্ন রাজ্যে দলিত ও অনগ্রসরদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে। উত্তর ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বিরোধী আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর। শাহিনবাগ সমাবেশে যোগ দিয়ে জেলেও গিয়েছিলেন। ২০২০ সালের মার্চ মাসে রাজনৈতিক দল আজাদ সমাজ পার্টি গড়েন তিনি। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের লড়াইয়ে দলিত নেত্রী মায়াবতীর দল বিএসপি এখনও সেভাবে সক্রিয় হয়নি। এই পরিস্থিতিতে চন্দ্রশেখরের দল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধলে দলিত ভোটের একাংশ সে দিকে যেতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। সে ক্ষেত্রে কিছুটা চাপে পড়তে পারে অখিলেশের শিবির। প্রসঙ্গত, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে ৭ দফার বিধানসভা ভোটপর্ব। চলবে ৭ মার্চ পর্যন্ত। গোরক্ষপুর (শহর) কেন্দ্রে ভোট ৩ মার্চ। বাকি চার রাজ্যের সঙ্গেই উত্তরপ্রদেশে ভোট গণনা হবে ১০ মার্চ।



বাপের বাড়িতেও স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে স্বামীকে

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি।। আলাদা থাকলেও স্ত্রীর ভরণপোষণের সব দায়িত্ব স্বামীরা। দিল্লি আদালত আজ একটি মামলার প্রেক্ষিতে এই রায় দিয়েছে। স্ত্রী স্বামী বিচ্ছিন্ন হয়ে বাপের বাড়িতে থাকলেও তাঁর খরচ খরচা দিতে হবে স্বামীকেই। স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণের খরচ দাবি করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক মহিলা। কিন্তু স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দাবি করেন তিনি শিক্ষিতা নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে পারেন কাজেই তাঁর ভরণপোষণের খরচ তাঁরা দেবেন না। তারপরেই আদালতের দ্বারস্থ হন ওই মহিলা। এই মামলার পর্বক্ষেপে আদালত জানিয়েছেন একজন মহিলা শিক্ষিতা এবং উচ্চ ডিগ্রি সম্পন্ন হলেও তাঁকে পরিবারের দেখাশোনার জন্য কাজ বা চাকরি করতে দেওয়া হয় না এবং পরিবারের তরফ থেকেও সেটাই দাবি করা হয়ে থাকে। তাহলে তাঁর ভরণপোষণের দায়িত্ব কেন নেবেন না স্বামী। দিল্লির দায়রা আদলতের বিচারক মণিকা সারোহা জানিয়েছেন, স্বামীর রোজগারের উপর অধিকার রয়েছে স্ত্রীর। এটা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। গৃহ হিংসার ১২নং ধারায় এক মহিলা আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। তাতে তিনি অভিযোগ করেছিলেন তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে মারধর করার ভয় দেখাচ্ছে। সে কারণে তিনি বাপের বাড়িতে এসে রয়েছেন সন্তানদের নিয়ে। কিন্তু তাঁর স্বামী তাঁকে কোনও খরচ দিচ্ছেন না। স্বামী এবং তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আদালতকে জানিয়েছে তাঁর পরিবারের বধু যথেষ্ট শিক্ষিতা। তাঁর কাছে এমনও ডিগ্রি রয়েছে। নিজেই নিজের দায়িত্ব তিনি নিজে নিতে পারেন। সেই মামলার প্রেক্ষিতে আদালত পর্বক্ষেপে জানিয়েছে এক মধ্যবয়সী মহিলা যার তিন সন্তান রয়েছে তাঁকে উচ্চশিক্ষিতা হঠাৎ করে দাবি করে তাঁর ভরণ পোষণের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না স্বামী। সমাজে একাধিক মেয়ে উচ্চশিক্ষিতা হয়েও পরিবারের দেখাশোনার স্বার্থে চাকরি করতে পারেন না। কাজেই এক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে এবং স্ত্রীকে ভরণপোষণের খরচ দিতে বাধ্য থাকবেনো তাঁর স্বামী। শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যেহেতু মহিলা নিজের বাপের বাড়িতে রয়েছেন সেহেতু তাকে বাড়ি ভাড়া, বিদ্যুতের বিল, জলের বিল দিতে হচ্ছে না তাহলে কেন ভরণপোষণের খরচ লাগবে। তার জবাবে বিচারক জানিয়েছেন স্ত্রী বাপের বাড়িতে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

টিএফএ’র বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি মহাত্মা গান্ধী পিসি’র



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি : টিএফএ-র অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার মহাত্মা গান্ধী পিসি। সুবিচার পেতে প্রয়োজনে আইনের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি দিলো তারা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ক্লাব গৃহে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক

সম্মেলনে টিএফএ-র বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিল ক্লাব কর্তারা। মীণা দেববর্মা ইস্যুতে টিএফএ যে ভূমিকা নিয়েছে তার নিন্দা করা হয়। মহাত্মা গান্ধী পিসি-র সাথে চুক্তিবদ্ধ ফুটবলার মীণা। কিন্তু তাদের কাছ থেকে ‘নো অবজেকশন’? না নিয়েই কিম্বার

হয়ে খেলেছে। গত ১৬ জানুয়ারি টিএফএ-তে এই সংক্রান্ত অভিযোগ জমা দেয় মহাত্মা গান্ধী পিসি। তবে টিএফএ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। উপরন্তু পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করে ফেলে। বিষয়টা মানতে পারছে না মহাত্মা গান্ধী পিসি। ক্রীড়া সম্পাদক

অরিদম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, মেয়েরা জানতো চারাই চ্যাম্পিয়ন। হঠাৎ করে অন্য কিছু ঘটায় তারা ভেঙে পড়েছে। তার প্রশ্ন, ম্যাচ চলাকালীন সময়েও কেন টিএফএ কিছু জানায়নি? আমরা অন্তর অর্থ খরচ করে দল করি। আর টিএফএ অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়ে আমাদের মনোবল ভেঙে দেয়। তিনি আরও জানান, আমরা প্রয়োজনে আইনের দ্বারস্থ হবে। এলাকা’র মানুষজনকে নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রীরা কাছ যাবে। দরকার হলে উমাকান্ত মাঠে উ পস্থিত দর্শকদের গণস্বাক্ষর নেবে। মহাত্মা গান্ধী পিসি মহিলা ফুটবলের উন্নতি চায়। কিন্তু

রেফারিং-র মান নিয়ে প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি : দুই বছর পর ঘরোয়া ফুটবল শুরু হয়েছে। এই করোনা পরিস্থিতিতেও ফুটবলপ্রেমী দর্শক সংখ্যায় কম হলেও মাঠে যাচ্ছে। ভালো ফুটবল দেখাই তাদের প্রত্যাশা। তবে তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিম্নমানের রেফারিং। দুই-এক জন সিনিয়র রেফারিকে বাদ দিলে সিংহভাগ রেফারি অত্যন্ত খারাপ পরিচালনা করছেন। তাদের ভুল বাঁশি বাজানোর খেসারত দিতে হচ্ছে বিভিন্ন দলকে। টিএফএ-র ভরফেও রেফারিদের প্রতি বার্তা দেওয়া হয়েছে যাতে তারা ম্যাচ পরিচালনায় আরও মনোযোগী হয়। রেফারিং নিয়ে ক্লাবগুলি বরাবরই অভিযোগ করে থাকে। এটা আপাতদৃষ্টিতে নতুন কিছু বিষয় নয়। কিছু কিছু ক্লাব টিআরএ-কে ম্যানেজ করে রেফারি পোস্টিং-র ব্যবস্থা করে। এটাও স্বাভাবিক ঘটনা। রেফারিদের মধ্যে সবাই সাধু পুরুষ এমন নয়। সামান্য অর্থের বিনিময়ে তারা রেফারিং করে। সুতরাং অতিরিক্ত অর্থের প্রলোভন তাদের কাছেও আসে। কেউ কেউ হয়তো ফাঁদে পা দেয়। এভাবেই বড় ক্লাবগুলি রেফারিদের ম্যানেজ করে। রেফারিং-র মান খারাপ হওয়ার এটাই প্রধান কারণ। মাঠে যেসব ভুল করে রেফারিরা তার ৮০ শতাংশই ইচ্ছাকৃত। অর্থাৎ জেনেবুঝেই তারা বিশেষ ক্লাবকে সুবিধা পহিয়ে দেওয়ার জন্য এই ভুল করে থাকে। আর এসব ভুলই রেফারিং-র মানকে নিচে নামিয়ে আনে। এই বছর মহিলা ফুটবল থেকে শুরু করে সিনিয়র ফুটবল পর্যন্ত একাধিক ম্যাচে রেফারিদের ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে বেশ কিছু দলকে। যা ফুটবলের আকর্ষণকেও কমিয়ে দিচ্ছে। টিআরএ-র উচিত বিষয়টার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স-র বৈঠক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি : মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আগামী ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ওইদিন বিকাল সাড়ে চারটায় এনএসআরসিসি-তে হবে এই বৈঠক। রাজা সংস্থার সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে। অ্যাসোসিয়েশনের সচিব আশিস পাল এই বৈঠকে সমস্ত কার্যক্রমী সম্পাদকের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করেছেন।

কোয়ার্টার ফাইনালে ভারত

দুবাই, ২০ জানুয়ারি।। করোনা হানা ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দলে। করোনা আক্রান্ত হওয়ায় আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি দলের ক্যাপ্টেন যশ ধূল-সহ ৬ জন ক্রিকেটার। সহ-অধিনায়ক শেখ রাশিদ, আরাধ্য যাদব, ভাসু ভটস, মানভ পারেশ, সিদ্ধার্থ যাদবের শরীরে থাকা বসিয়েছে এই মারণ ভাইরাস। তবুও আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিতেও সমস্যা হল না ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দলের। ব্যাট ও বলে ভারতের দাপুটে পারফরম্যান্সের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে ইঁ পারল না আয়ারল্যান্ড। বিশ্বকাপে টানা দু’ ম্যাচে জিতল ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দল। প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪৫ রানে হারিয়েছিল ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দল। দ্বিতীয় ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ১৭৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে দিল ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দল। আর এই দুই জয়ের ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত টসে জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠায় আয়ারল্যান্ড। আর সেই সুযোগে নয়া করেনি

●এরপর দুইয়ের পাঠায়

এবার টেস্টে শীর্ষস্থান খোয়াল টিম ইন্ডিয়া

দুবাই, ২০ জানুয়ারি।। ভারতীয় ক্রিকেট সাস্প্রচিক অতীতের সবচেয়ে কঠিন সময়েও মধ্য দিয়ে যাচ্ছে টেস্টে বিরাট কোহলি অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর এক্ষা ক্রিকেটের হয়ে একটুও অত্যা্তিক করা হবে না। সেই কঠিন সময়ে আরও একটু দুঃসংবাদ পেলে ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকরা। বিরাট কোহলি অধিনায়কত্ব ছাড়ার পর টেস্ট ক্রিকেটের সিংহাসনও হারাল

রামকৃষ্ণ-কে রুখে দিলো পুলিশ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি : এটাই পুলিশ দলের বৈশিষ্ট্য। কখনও অসাধারণ খেলে প্রতিপক্ষকে রুখে দেবে আবার কখনও অতি সাধারণ মানের দলের কাছে বিধস্ত হবে। আগের ম্যাচে দুর্বল টাউন ক্লাব ৪-০ গোলে বিধস্ত করেছিল পুলিশকে। যদিও প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী লালবাহাদুরকে আটকে দিয়েছিল তারা। বৃহস্পতিবার আরও একবার চমক দিলো পুলিশ বাহিনী। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তারা আটকে দিলো চলতি লিগে ছন্দে থাকা রামকৃষ্ণ ক্লাবকে। দুই দলের ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়। বিনোদ, রবীন্দ্র, বাদল-রা-কিভাবে টাউন ক্লাবের কাছে ৪ গোল হজম করলো? অবশ্য ফুটবল মহল এতে মোটেই বিস্মিত নয়। দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশ খেলছে। এই ধরনের ফলাফল অতীতেও দেখা গিয়েছে। বলা যায়, পুলিশ দল হলো ‘অনপ্রতিদ্বিষ্টবল’। প্রতিভার অভাব নেই। কিন্তু কখন তারা দৌড়বে বা কখন বসে যাবে তা তারা নিজেরাও জানে না। এদিন উমাকান্ত মাঠে প্রথমে পিছিয়ে পড়েও একটা সময় এগিয়ে গিয়েছিল

পুলিশ বাহিনী। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। ২ পয়েন্ট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় তাদের। প্রথম ম্যাচে ড্র করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে লালবাহাদুরকে হারিয়েছিল রামকৃষ্ণ ক্লাব। এদিন পুলিশ বধের লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিল। গুরুটাও করে চমৎকার। দলের প্রধান শক্তি হলো উত্তরবঙ্গের পাঁচ ফুটবলার। বিশেষ করে সত্যাম শর্মা। এই ফুটবলারটি খেলা তৈরির পাশাপাশি গোলও করতে পারে। সত্যাম-র নেতৃত্বে এদিন শুরু থেকেই আক্রমণে বাঁপায় রামকৃষ্ণ ক্লাব। ম্যাচের ২২ মিনিটে সত্যাম-র গোলে এগিয়ে যায় রামকৃষ্ণ ক্লাব। দ্বিতীয়ার্ধের ১৯ মিনিটে পুলিশকে সমতায় নিয়ে আসে সাগর দাস। কিছু সময় পরই র বীন্দ্র দেববর্মা গোল করে এগিয়ে দেয় পুলিশকে। যদিও বেশি সময় এই ব্যবধান ধরে রাখতে পারেনি পুলিশ। গোল শোধের জন্য মরিয়া হয় রামকৃষ্ণ ক্লাব। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়ার্ধের ২৭ অর্থাৎ ম্যাচের ৭২ মিনিটে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে সমতায় নিয়ে আসে সোনাম চ্যাং শেরপা। রেফারি তাপস দেবনাথ পুলিশের বাদল দেববর্মা-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।



সচিবকে কাজ করতে দেওয়া হবে?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি : উচ্চ আদালতের রায়ে আরও একবার টিসিএ-র সচিব পদে বহাল হলেন তিমির চন্দ। তবে তিনি সচিব হিসাবে আদৌ কাজ করতে পারবেন এটা কিন্তু নিশ্চিত নয়। দীর্ঘদিন ধরে সভাপতি এবং যুগ্মসচিব টিসিএ-তে নিজস্ব সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। সেখানে অন্য কারোর হস্তক্ষেপ তারা মেনে নেবেন না বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ সচিবকে ছাড়া নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্যই এত কিছু করেছেন। এবার উচ্চ আদালতের রায়ে সচিব পদে ফেরে বহাল হলেও তিমির-কে হয়তো কাগজ-কলমে সচিব হয়েই থেকে যেতে হবে। আসলে তিমির-র অসাধারণ ক্রিকেট ক্যারিয়ারের সভাপতি এবং যুগ্মসচিবের স্বর্ধার কার। তিমির চন্দ সচিব হিসাবে সক্রিয় হলে ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্তে তার মতামতই বেশি গুরুত্ব পাবে। ক্রিকেটপ্রেমীরা বিশ্বাস করে তিমির চন্দ থাকলে সূচনা হবে। এভাবেই কার্যতঃ তাকে কাগজ-কলমের সচিব বানিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্যের ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের দুর্ভাগ্য একটি ঘৃণ্য রাজনীতির খপ্পরে পড়ে গিয়েছেন তিমির চন্দ। ঠিক ঠােক কাজ করতে পারলে রাজা ক্রিকেটকে এগিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সেই সুযোগটাই পেলেন না।

হতো। বস্তুতঃ ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে এই অদিশয়তা তৈরি করেছেন সভাপতি, যুগ্মসচিব। তিমির চন্দ থাকলে এটা অবশ্যই হতো না। তাই সচিব পদে তিমির চন্দ ফের বহাল হওয়ায় বেশ আতঙ্কে সভাপতি এবং যুগ্মসচিব। তিমির চন্দ-কে সচিব হিসাবে কাজ করতে দেওয়া না হলে সেটা আদালত অবমাননা হবে। সভাপতি আর যাই করুন না কেন এই বিপজ্জনক পথে নিশ্চয় হাঁটবে না। তার মানে যে তিমির চন্দ-কে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হবে তাও নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিমির-কে উপেক্ষা করার নীতি নেওয়া হবে। এভাবেই কার্যতঃ তাকে কাগজ-কলমের সচিব বানিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্যের ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের দুর্ভাগ্য একটি ঘৃণ্য রাজনীতির খপ্পরে পড়ে গিয়েছেন তিমির চন্দ। ঠিক ঠােক কাজ করতে পারলে রাজা ক্রিকেটকে এগিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সেই সুযোগটাই পেলেন না।

আজ মহিলা লিগ কমিটির বৈঠক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি : টিএফএ-র মহিলা লিগ কমিটির এক জরুরি বৈঠক আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভা ছয়টায় টিএফএ অফিস হবে এই বৈঠক। বৈঠকে সমস্ত সদস্যদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন লিগ কমিটির সচিব পার্থ সারথী গুপ্ত। একাদিন আগে মহিলা লিগ শেষ হয়েছে। তাদের প্রতিবাদ গ্রহা্য করেনি টিএফএ। এই কারণে রানার্সআপের পুরস্কার নেয়নি মহাত্মা গান্ধী পিসি। আশ্চর্যজনক ভাবে এর পরই বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিএফএ। কিম্বার মীণা দেববর্মা মহাত্মা গান্ধী পিসি-র সঙ্গে চুক্তি করেও তাদের হয়ে খেলেনি। অর্থাৎ মীণা-র কিম্বার হয়ে খেলা বৈধ নয়। এই সংক্রান্ত নথি টিএফএ-তে জমা দেওয়া হয় মহাত্মা গান্ধী পিসি-র পক্ষ থেকে। টিএফএ তাদের অভিযোগকে গুরুত্ব দিলো। তবে পুরস্কার বিতরণ হয়ে যাওয়ার দুদিনের পাঠায়

●এরপর দুইয়ের পাঠায়

পারিশ্রমিক পাননি, খেলবেন না সচিন

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি । পথ নিরাপত্তা বিশ্ব সিরিজের দ্বিতীয় সংস্করণে খেলবেন না সচিন তেন্ডুলকর। জানা গিয়েছে, প্রথম বার খেলার পর পারিশ্রমিক এখনও পুরোপুরি পাননি তিনি। তাই দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। গত বছর ভারতের মাটিতে প্রথম বার এই প্রতিযোগিতা চালু হয়েছিল। সাধারণ নাগরিকের কাছে পথ নিরাপত্তার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটাররাই শুধু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় দল ‘ইন্ডিয়ান লেজেন্ডস’-এর নেতা ছিলেন

সচিন। শুধু তিনিই নন, অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারের প্রথম সংস্করণে খেলার পর পুরো বেতন এখনও পাননি। যে দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার খালেদ মাহমুদ, খালেদ মাসুদ, মেহরাব হোসেন, রাজিন সালেহ, হান্নান সরকার এবং নাকিস ইকবাল এখনও কোনও টাকা পাননি। প্রথম বারের প্রতিযোগিতায় সচিন ব্র্যান্ড অ্যান্ডসাইডার হয়েছিলেন। প্রতিযোগিতার কমিশনার ছিলেন সুনীল গাওস্কার।এ বারের প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা মার্চের ১ থেকে ১৯ তারিখ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। তবে সচিন-যনিষ্ঠ এক ব্যক্তি সংবাদ সংস্থাকে

জানিয়েছেন, এ বারের প্রতিযোগিতায় দেখা যাবে না মাস্টার্স ব্রান্ডসকে। প্রতিযোগিতার মূল আয়োজক রবি গায়াকোয়ড়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। জানা গিয়েছে, গত বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে সম্পূর্ণ বেতন দেওয়ার কথা ছিল ক্রিকেটারদের। কিন্তু অকেইই তা পাননি উল্লেখ্য, গত বছর করোনা অতিমারির মাঝেই এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা চলাকালীনই করোনার নিয়মভঙ্গের অনেক নিদর্শন দেখা যায়। প্রতিযোগিতা বেলে ফেরার পরেই সচিন, ইরফান পাঠান-সহ একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার করোনায় আক্রান্ত হন।

কোচের প্রতি ক্ষিপ্ত রোনাল্ডো

লন্ডন, ২০ জানুয়ারি ।। পরিবর্ত হতে বোধ হয় তিনি একেবারেই ভালবাসেন না। ম্যাচের শুরুতে নামলে একদম শেষ পর্যন্ত খেলে যেতে চান। তাই যখনই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ম্যাচের মাঝে তুলে নেওয়া হয়েছে, তখনই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। সেই ঘটনা আরও এক বার দেখা গেল বৃধবার ব্রেস্টফোর্ডের বিরুদ্ধে। তাঁকে তুলে নেওয়ায় কোচ রালফ রাংকিনের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রোনাল্ডো।অ্যাহুনি এলান্ডা এবং ম্যাসান গ্লিনউডের গোলে দ্বিতীয়ার্ধে তখন ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। সেই সময়

কৌশলগত চাল চলে রোনাল্ডোর পরিবর্তে ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুয়েরকে নামান রালফ। রোনাল্ডো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি যে তাঁকে তুলে নেওয়া হয়েছে। বৃবতে পেরে ধীরে ধীরে টাচলাইনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। মার্চের বাইরে এসেই নিজের জ্যাকেট ছুঁড়ে ফেলেন। এমনকি রিজার্ড বেস্কে বসেও গজরাতে থাকেন।ম্যাচের পর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কোচকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, “রোনাল্ডো আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, ‘কেন আমাকে তুমি তুলে নিলে?’ আমি ওকে বললাম, ‘দেখো, দল এবং ক্লাবের স্বার্থে এ ধরনের সিদ্ধান্ত আমাকে নিতেই

হয়।’কেন সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটাও জানিয়েছেন রালফ। আগের ম্যাচেই অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে ২-০ এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও শেষ দিকে দুটি গোল খেয়ে যায় ম্যান ইউ। তাই বৃধবার সেই ভুল করতে চাননি রালফ। বলেছেন, “৫ দিন আগে ভিলা পার্কেও আমরা ৭৫ মিনিট পর্যন্ত ২-০ এগিয়েছিলাম। সেই একই ভুল করতে চাইনি আজ। তাই হ্যারিকে নামিয়ে পাঁচ ডিফেন্ডারের বলার পরিকল্পনা করি। আমার মনে হয় সঠিক সিদ্ধান্তই হলো। তবে রোনাল্ডো খুশি হতে পারেনি। ও গোল করতে ভালবাসে। নিজেও একটা গোল করতে চেয়েছিল। তাই হয়তো ম্যাচের শেষ পর্যন্ত থাকতে চেয়েছিল।”

মিশন কমিশন বাণিজ্য?

সব ধরনের ক্লাব ও রাজ্য ক্রিকেট বন্ধ রেখে টিসিএ-তে ক্যাম্প-ক্যাম্প খেলা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি : বিসিসিআই এবারের রঞ্জি ট্রফি, অনূর্ধ্ব ২৫ সিকে নাইডু ট্রফি এবং সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেট নিয়েই রেজিজেতে লেখা বোর্ড সিরের চিঠিতে স্পষ্ট যে, ২০২১-২২ সিজনে রঞ্জি ট্রফি সহ অনূর্ধ্ব ২৫ সিকে নাইডু ও সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেট হচ্ছে না। কিন্তু টিসিএ-তে নাকি এখনও আলোচনা যে, করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই হবে এই সমস্ত ক্রিকেট আসর। তাড়েনে (টিসিএ) হয়তো জানা নেই যে, বিসিসিআই-র সামনে এখন শুধু ১৫-তম আইপিএল। বিসিসিআই আইপিএল দেশে না হলে দক্ষিণ আফ্রিকা বা শ্রীলঙ্কায় করার পরিকল্পনা করছে। সেই অবস্থায় বিসিসিআই রঞ্জি ট্রফি বা অনূর্ধ্ব ২৫ ক্রিকেট নিয়ে আবার ভাবতে বাববে তা চিন্তা করা বৃথা। মজার ঘটনা হলো, টিসিএ-তে নাকি কয়েকজন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ তথাকথিত প্রাক্তন ক্রিকেটার

ওই তিনটি ক্রিকেট আসর হবে বা হতে পারে। বরং বোর্ড সচিব এই সিজনের যে সমস্ত ম্যাচ শেষ হয়েছে তার সংখ্যা উল্লেখ করে সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সহজ ইংরেজিতে লেখা বোর্ড সিরের চিঠিতে স্পষ্ট যে, ২০২১-২২ সিজনে রঞ্জি ট্রফি সহ অনূর্ধ্ব ২৫ সিকে নাইডু ও সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেট হচ্ছে না। কিন্তু টিসিএ-তে নাকি এখনও আলোচনা যে, করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই হবে এই সমস্ত ক্রিকেট আসর। তাড়েনে (টিসিএ) হয়তো জানা নেই যে, বিসিসিআই-র সামনে এখন শুধু ১৫-তম আইপিএল। বিসিসিআই আইপিএল দেশে না হলে দক্ষিণ আফ্রিকা বা শ্রীলঙ্কায় করার পরিকল্পনা করছে। সেই অবস্থায় বিসিসিআই রঞ্জি ট্রফি বা অনূর্ধ্ব ২৫ ক্রিকেট নিয়ে আবার ভাবতে বাববে তা চিন্তা করা বৃথা। মজার ঘটনা হলো, টিসিএ-তে নাকি কয়েকজন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ তথাকথিত প্রাক্তন ক্রিকেটার

নিয়মিত যান। তারা নাকি মনে করছেন যে, রঞ্জি ট্রফি হতে পারে। কিন্তু তাদের হয়তো জানা নেই যে, দেশে বা বিদেশে যখন আইপিএল হবে তখন রঞ্জি ট্রফি হবে না। কেননা আইপিএল-এ বিভিন্ন রাজ্যের ক্রিকেটাররা খেলবে। আর আইপিএল-র খেলা বাদ দিয়ে কেউ রঞ্জি ট্রফিতে রাজা দলের হয়ে খেলবে না। পাশাপাশি আইপিএল হলো টি-২০। রঞ্জি ট্রফি বা সিকে নাইডু ট্রফি হলো চারদিনের ম্যাচ। সুতরাং টিসিএ-র তথাকথিত ক্রিকেট বিপ্লবীরা গল্প বলে গেলেও এই বছর (২০২১-২২) না রঞ্জি ট্রফি হবে না অনূর্ধ্ব ২৫ সিকে নাইডু ট্রফি। কিন্তু যুবরাজ যাতে খুশি তাতেই তো মাথা নাড়তে হবে। তাই বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন ক্রিকেটাররা নাকি যুবরাজের সাথে সাথে গলা মিলাচ্ছেন যে, হতে পারে রঞ্জি ট্রফি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তবে হতে পারে রঞ্জি ট্রফি? এপ্রতিবে আইপিএল শুধু। এবার ১০টি দল। এই বছর ৯৪টি ম্যাচ। কমপক্ষে দুই মাস সময় লাগবে

আইপিএল-র। এপ্রিলে শুরু হলে তা জুন মাস পর্যন্ত চলবে। তাহলে রঞ্জি ট্রফি বা সিকে নাইডু ট্রফি কবে হবে? আসলে এসব গল্প ছাড়া দৃষ্টিই নয় বলে ক্রিকেট মহলের দাবি। তবে এভাবে রঞ্জি ট্রফি হতে পারে, সিকে নাইডু ট্রফি হতে পারে গল্প বলার পেছনে নাকি ক্যাম্প-ক্যাম্প খেলার বড় ক্ষিম থাকতে পারে। একটি ক্যাম্পে দৈনিক নাকি প্রায় ৪০-৫০ হাজার টাকা খরচ। দুই মাস ক্যাম্প চললে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ। আর এই ৩০ লক্ষ টাকায যদি ১০ শতাংশ আসে তাহলে তিন লক্ষ টাকা। অভিযোগ, ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ রেখে দুই বছর ধরেই নাকি শুধু ক্যাম্প-ক্যাম্প খেলা হচ্ছে। এই বছর যে রঞ্জি ট্রফি, নাইডু ট্রফি, সিনিয়র মহিলা টি-২০ হবে না তা জানা। তারপরও নাকি টিসিএ-তে এই সমস্ত ট্রফি ব নামেম ক্যাম্প-ক্যাম্প খেলায় পশ্চতি চলছে। মিশন নাকি কমিশন বাণিজ্য। অভিযোগ ক্রিকেট মহলের।

স্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারামা, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারামা, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোনঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৮ / ৭০৮৯১১৮৭৮১

9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

বোধিসত্ত্ব : আইন সচিব, স্পেশাল পিপি'র বিরুদ্ধে নোটিশ বাতিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জানুয়ারি। আইন সচিব, আইনজীবী সমিতি কর ভৌমিককে আদালতের দেওয়া নোটিশ বাতিল করে দিলো উচ্চ আদালত। বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলায় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক (কোর্ট নম্বর ২) শোকজ নোটিশ দিয়েছিলেন আইন সচিব-সহ তিনজনকে। এই নোটিশটি বাতিল হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন পাবলিক প্রসিকিউটর রতন দত্ত। তবে বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলার ট্রায়াল

আবার কবে নাগাদ শুরু হবে এনিয়ে কোনও নির্দেশিকা নেই এখন পর্যন্ত। সরকারি তরফ থেকে মামলার ট্রায়াল অন্য কোর্টে সরিয়ে নিতে উচ্চ আদালতে আবেদন করা হয়েছে। উচ্চ আদালত প্রাথমিক শুনানির পর ট্রায়ালের উপর স্থগিতাদেশ দিয়ে রেখেছে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অরিন্দম লোধের বেঞ্চে বোধিসত্ত্ব দাস হত্যা মামলার ট্রায়াল অন্য কোর্টে সরিয়ে নেওয়ার উপর শুনানি শুরু হয়েছে। এদিন সরকারি তরফ থেকে

পাবলিক প্রসিকিউটর রতন দত্ত এবং স্পেশাল পিপি সমিতি কর ভৌমিক শুনানি করেছেন। সরকারি পক্ষ থেকে রতন দত্ত এবং সমিতি কর ভৌমিক উচ্চ আদালতে জানিয়েছেন, যে কোর্টে ট্রায়াল হচ্ছে এখানে তারা সম্মত নন। সুবিধা দেওয়া হচ্ছে অভিযুক্তদের পক্ষকে। উল্টো দিকে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত কালিকা জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে সুমিত চৌধুরী, সুমিত বণিক ওরফে বাপী, সুকান্ত বিশ্বাস এবং

● এরপর দুইয়ের পাতায়

কর্মী চাই

পত্রিকা অফিসে জন্য পুরুষ/মহিলা Receptionist & Accountant চাই। ইচ্ছুক মহিলা/পুরুষ নিম্নে উল্লিখিত মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করুন।

M-9863502932
7630895854

WANTED DISTRIBUTOR

Wanted Distributor for one of the leading company in Agartala and Tripura. Contact -

Mob - 8787572656

VACANCY FOR SPECIAL TEACHER

Applications are invited from suitable candidates for the post of teacher at Ferrando School for Speech and Hearing. Qualifications required: diploma/ degree in special education. Application with complete details including photograph and self attested copies of certificates to be applied online at email frsagartala@gmail.com or may be submitted to the office at Ferrando Rehabilitation Society for Disabled, Nandannagar, Agartala.

(M) 9436120384
8837059953

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রদ্ধায্য সুধাংশু বর

মৃত্যু : ২১শে জানুয়ারি ১৯৮৩ খ্রি

গোমার ৩৯তম ব্রহ্মাণ্ড দিবসে জন্মলাভ

সম্রাট প্রণাম। গোমার শ্রুতগা পূরণ হবার নয়

আশীর্বাদ প্রার্থনায়

সুধা বর (স্বী) ও পরিবারবর্গ

ক্যাম্পের বাজার, আগরতলা

জায়গা বিক্রয়

সোনামুড়া মধুন কলেজ সংলগ্ন লেইকের ধারে মেইন রোডের সঙ্গে ২ কানি টিলা জায়গা একত্রে বা প্লটে বিক্রয় হইবে।

— যোগাযোগ : —
Ph: - 9436136693

জায়গা বিক্রয়

১ থেকে ৩ কানি জায়গা বিক্রি করা হবে লক্ষ্মমুড়ার পাল পাড়াতে নিজ জায়গা।

— যোগাযোগ : —
Ph: - 8906104476
9362741668

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যে কোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

NW নাইটিংগেল নার্সিং হোম

ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্রু লোন্স ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ, চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।

যোগাযোগ :
0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

VISION CONSULTANCY

Admission Point

We Provide Admission Guidance for **MBBS / BDS / BAMS** TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)

LOW PACKAGE 45 LAKH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY

Call Us : **9560462263 / 9436470381**

Address : Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশে অতিসহজ সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

মেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কল্যাণ, সন্তান অথবা অর্থবা শত্রুদমন, সমস্যার চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসহজ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল : 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা - ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ

Free সেবা 3 মাসের 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রণয়ে বাধা, ব্যবসায়িক ক্রটি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গায়েধন, কুর্সে বাধা, গুপ্তবিন্দু, কল্যাণাদু, মুঠকরণ, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

ঘরে বসে A to Z সমস্যার সমাধান

বানা আমল সুফি যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই ক্রত সমাধান পান।

স্পেশালিস্ট : বশীকরণ, মুঠকরণ এবং কল্যাণাদু

Contact 9667700474

Celebration of 50 years of Tripura's Statehood

21 January, 2022 # 11.30 AM
Rabindra Satabarshiki Bhawan, Hall No-1

Events of the Programme

- Launching of 'Lakshya 2047' Document
- Release of Commemorative Postage Stamp on 50 years of Statehood
- Distribution of Civil Awards, Statehood Day Awards and Chief Minister's Civil Service Awards

Chief Guest: **Shri Amit Shah**, Minister of Home Affairs and Cooperation, Government of India (Through VC)

Guest of Honour: **Shri Biplab Kumar Deb**, Chief Minister of Tripura

Special Guest

Shri Devusinh Chauhan, MoS for Communications (Through VC)

Shri Ratan Chakraborty, Speaker, TLA

Shri Pranajit Singha Roy, Minister, Tripura

Shri Mevar Kumar Jamatia, Minister, Tripura

Shri Ram Prasad Paul, Minister, Tripura

Shri Sushanta Chowdhury, Minister, Tripura

Km.Pratima Bhowmik, MoS for Social Justice and Empowerment

Shri Ratan Lal Nath, Minister, Tripura

Shri Manoj Kanti Deb, Minister, Tripura

Smt. Santana Chakma, Minister, Tripura

Shri Bhagaban Ch. Das, Minister, Tripura

Shri Kumar Alok, Chief Secretary, Govt. of Tripura

To be Presided over by: **Shri Jishnu Dev Varma**, Deputy Chief Minister, Tripura

Government of Tripura

Join the event live at : **f ICA Tripura**

ICA-D-1674-22